২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী।

Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the FY 2011-2012.

কৃষি ঋণ বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ

১৩ শ্রাবণ, ১৪১৮
তারিখ ঃ----------------
২৮ জুলাই, ২০১১

এসিডি সার্কুলার নং- ০৩

www.bangladeshbank.org.bd
www.bb.org.bd

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংক ও
বিআরডিবি

প্রিয় মহোদয়,

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী ।
Agricultural/Rural Credit Policy and Programme
for the Fiscal Year 2011-2012.

২০১১-১২ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে যা এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হলো।

উক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচী অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্ধারিত ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় খাত/উপ-খাত ভিত্তিক শাখাওয়ারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) ভিত্তিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিস্তারিত আগামী ১৪ আগস্ট ২০১১ তারিখের মধ্যে অত্র বিভাগকে অবহিত করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

এ নীতিমালা ও কর্মসূচী ১ জুলাই, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হবে ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

সংযোজনী ঃ ০৫ থেকে ৫১ পৃষ্ঠা ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(এস, এম, মনিরুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৭১২০৯৪৭

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

১.০ ভূমিকা..... ৯

২.০ বিগত অর্থবছরের (২০১০-১১) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা..... ১০

২.০১ বিগত অর্থবছরের (২০১০-১১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন..... ১০

২.০২ গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন..... ১০

২.০৩ কৃষি/গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম..... ১১

২.০৪ মুদ্রানীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা..... ১১

৩.০ ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা..... ১১

৪.০ ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য..... ১২

৫.০ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি..... ১৪

৫.০১ প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ..... ১৪

৫.০২ ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা ১৪

৫.০৩ আবেদন ফরম সহজীকরণ..... ১৫

৫.০৪ আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা..... ১৫

৫.০৫ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ফি/চার্জ..... ১৫

৫.০৬ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ১৫

৫.০৭ সিআইবি রিপোর্ট ও সিআইবি ইনক্যোয়ারি..... ১৫

৫.০৮ জামানত ১৫

৫.০৯ ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা..... ১৬

৫.১০ কৃষি ঋণ পাশ বই..... ১৬

৫.১১ ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ ১৬

৫.১২ মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষ..... ১৬

৫.১৩ শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)..... ১৬

৫.১৪ এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার ১৬

৫.১৫ কৃষি ঋণের core খাতে ঋণ বিতরণ..... ১৭

৫.১৬ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ ১৭

৫.১৭ আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণ (Financial inclusion)-এর অংশ হিসাবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদের একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতারণ এবং উক্ত একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান ১৭

৫.১৮ আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি..... ১৭

৫.১৯ চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন/কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (contract farming) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান ১৭

৫.২০ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম..... ১৮

৫.২১ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ..... ১৯

৬.০ কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী ১৯

৬.০১ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/ উপখাত সমূহ..... ১৯

৬.০২ ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ ১৯

৬.০৩ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন..... ১৯

৬.০৩.১ শস্য/ফসল খাতে ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ..... ২০

৬.০৪ মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান ২০

৬.০৪.১ মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান..... ২০

৬.০৪.২ উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান ২০

৬.০৪.৩ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্য চাষে ঋণ প্রদান ২১

৬.০৫ প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান..... ২১

৬.০৫.১ গবাদিপশু ২১

৬.০৫.২ সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটা তাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ২১

৬.০৫.৩ পোলট্রি খাত..... ২১

৬.০৬ সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ..... ২২

৬.০৬.১ ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ..... ২২

৬.০৬.২ সৌরশক্তি চালিত সেচযন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান..... ২২

৬.০৭ শস্য/ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান..... ২২

৬.০৮ উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান ২৩

৬.০৯ টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান..... ২৩

৬.১০ পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান..... ২৩

৬.১১ ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান ২৩

৬.১২ নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ..... ২৩

৬.১৩ বিশেষ/অগ্রাধিকার খাতসমূহে ঋণ বিতরণ..... ২৩

৬.১৩.১ নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতী সুদের হারে ঋণ বিতরণ..... ২৩

৬.১৩.২ রেয়াতি সুদের হারে লবণ চাষীদেরকে ঋণ প্রদান..... ২৫

৬.১৩.৩ পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ..... ২৫

৬.১৩.৪ মধু চাষের জন্য ঋণ প্রদান..... ২৬

৬.১৩.৫ অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদান..... ২৬

৬.১৩.৬ প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান..... ২৬

৬.১৩.৭ সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান..... ২৬

৬.১৩.৮ মাশরুম চাষের জন্য ঋণ প্রদান..... ২৭

৬.১৩.৯ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান..... ২৭

৬.১৩.১০ রেশম চাষে ঋণ প্রদান..... ২৭

৬.১৩.১১ তুলা চাষে ঋণ প্রদান..... ২৭

৬.১৩.১২ গ্রামীণ অর্থায়ন ২৭

৬.১৩.১৩ নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান..... ২৭

৬.১৩.১৪ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান..... ২৭

৭.০ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচী..... ২৮

৮.০ কৃষি ঋণের সুদ..... ২৮

৯.০ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার..... ২৯

১০.০ কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং..... ২৯

১০.০১ ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং..... ২৯

১০.০২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং..... ২৯

১০.০৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'হেল্পডেস্ক' এর সহায়তা গ্রহণ..... ৩১

১০.০৪ জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং..... ৩১

১১.০ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়..... ৩২

১১.০১ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব..... ৩২

১১.০২ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা..... ৩২

১১.০৩ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ..... ৩২

১২.০ কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা..... ৩৩

১৩.০ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা..... ৩৩

১৪.০ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ..... ৩৪

১৫.০ তথ্য বিবরণী সরবরাহ ৩৪

১৬.০ কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা..... ৩৪

১৭.০ ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ৩৪

পরিশিষ্ট-ক থেকে পরিশিষ্ট-ঙ পর্যন্ত..... ৩৫-৫১

২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী ।

Agricultural/Rural Credit Policy and Programme for the Fiscal Year 2011-2012.

১.০। বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি/পল্লী খাতের ভূমিকা অপরিসীম। কৃষি ও পল্লী খাত এক দিকে যেমন খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; তেমনি কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনের ওপর দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিও বহুলাংশে নির্ভর করে। কেননা, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশেরও বেশি পল্লী এলাকায় বাস করে এবং কৃষিই তাদের প্রধান জীবিকা। অথচ, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও শহরাঞ্চলের সাথে পল্লী এলাকার মানুষের আয় বৈষম্য বাড়ছে; বিগত বছরগুলোতে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমলেও এখনো শহরাঞ্চলের চেয়ে বেশি। পল্লী এলাকায় বসবাসকারী দেশের সিংহভাগ মানুষের আর্থিক অবস্থার আরো উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। কৃষি/পল্লী খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় আয় উৎসারী কর্মকান্ড প্রসারের মাধ্যমে অধিকতর স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে জাতীয় অর্থনীতির ভিতকে আরও মজবুত করা সম্ভব।

সরকার কর্তৃক আগামী ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। দেশীয়ভাবে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ছাড়া এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে না। সীমিত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদন অর্জন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের একটি প্রধান নিয়ামক। কৃষি উৎপাদনের জন্য আবহাওয়ার আনুকূল্যের পাশাপাশি সময়মত কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। অথচ, প্রধানত জীবনধারণের পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত বাংলাদেশের কৃষিতে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগের সামর্থ্য অর্জন এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সময়মত কৃষি উপকরণ সংগ্রহে সহায়তার জন্য ভূমিহীন কৃষক ও বর্গাচাষিসহ প্রকৃত কৃষকদের কাছে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরী। এজন্য কৃষকদের অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা, ব্যাংক হতে প্রাপ্য কৃষকদের জন্য প্রযোজ্য সেবাসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা, প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের কাছে কৃষি ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে ব্যাংকসমূহের ঋণ বিতরণের আওতা ও ব্যাপ্তি বাড়ানো প্রয়োজন। এজন্য কৃষকসহ পল্লী এলাকার মানুষদেরকে কার্যকররূপে অধিক হারে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বরাবর মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে সকল ব্যাংকেরই কৃষি/পল্লী খাতে ন্যূনতম অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়। প্রান্তিক কৃষক হতে বড় আকারের উদ্যোক্তা পর্যায়ে কৃষির তিনটি প্রধান খাত তথা-শস্য/ফসল, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ছাড়াও কৃষি সহায়ক নানা খাত/উপখাত এবং পল্লী এলাকায় দারিদ্র বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক ঋণের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। যে সকল স্থানে ব্যাংক শাখা নেই অথবা শাখার স্বল্পতা রয়েছে, সে সকল স্থানে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই)-সমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে ব্যাংকগুলির কার্যকর ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। চাহিদার দিকটি ছাড়াও, যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা কৃষি ঋণ বিদ্যমান সরবরাহ ঘাটতি পূরণ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

একথা অনস্বীকার্য যে, কৃষির মত একটি ব্যাপক উৎপাদনশীল খাতে সাফল্য অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা জড়িত। তবে, কৃষি/পল্লী ঋণ এই ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি সহায়ক উপাদান হলেও যথাসময়ে কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখীকরণ, শস্যাবর্তন, কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈব প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে প্রযুক্তির অভিযোজন, কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কৃষি/পল্লী খাতে নারীদের অংশগ্রহণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। কৃষি/পল্লী খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের পাশাপাশি সহায়ক এ সকল খাতেও সংশ্লিষ্টদের সমান মনোযোগ আবশ্যক।

সরকারের কৃষি ও কৃষক বান্ধব নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে এবং সংশ্লিষ্টদের মতামত বিবেচনায় নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে বিগত অর্থবছরের (২০১০-১১) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর মূল দিকগুলো গ্রহণের পাশাপাশি সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা, আমদানী বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান এবং প্রযুক্তির প্রসার, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিদ্যমান প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারসহ বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে, যা কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদনের প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আয় উৎসারী কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা আশা করি।

২.০। বিগত অর্থবছরের (২০১০-১১) কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা

কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কার্যক্রমের সম্প্রসারণে প্রযুক্তির প্রসারসহ পল্লী এলাকায় অর্থের প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে ১২,৬১৭.৪০ কোটি টাকার কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। শস্য ও ফসল ঋণের পাশাপাশি কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাত- মৎস্য ও পশুসম্পদ খাত, কৃষির সহায়ক খাতসমূহ এবং পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলের আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

২.০১। বিগত অর্থবছরের (২০১০-১১) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ০৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ০২টি ব্যাংক, ৩০টি বেসরকারি ব্যাংক, ০৯টি বিদেশি ব্যাংক, বিআরডিবি মিলে দেশে মোট ১২১৮৪.৩২ কোটি টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করেছে; যা মোট লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭%। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের এ পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০০৯-১০) তুলনায় ১০৬৭.৪৩ কোটি টাকা বা ৯.৬০% বেশি। উল্লেখ্য যে, বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কয়েকটি ব্যাংক ইতোমধ্যে আলাদা কৃষি/পল্লী ঋণ বিভাগ/উপবিভাগ গঠন করে দক্ষ জনবল নিয়োগ এর মাধ্যমে নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করেছে। বিগত অর্থ বছরে তারা নিজেদের শাখার মাধ্যমে সরাসরি কৃষক/ভোক্তা পর্যায়ে ফসল উৎপাদন ঋণসহ কৃষির মূল খাতসমূহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ বিতরণ করেছে।

২.০২। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের বাস্তবায়ন

- কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণ পূর্বক প্রায় ৯৫ লক্ষ হিসাব খোলা হয়।
- স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জন প্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত মোট ১১,২৫৭ টি প্রকাশ্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১.৯৯ লক্ষ জন কৃষকের মাঝে প্রায় ৪১৭.৩৯ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রকাশ্যে বিতরণ করা হয়।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৮.৯৯ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ৭০৭২.৭০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে চর, হাওর প্রভৃতি অনগ্রসর এলাকার ৪৬৩ জন কৃষক, যারা ইতোপূর্বে ব্যাংক ঋণ সুবিধা পাননি, ব্যাংকিং কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে এসে তাদের মাঝে বিভিন্ন ব্যাংকের উদ্যোগে প্রায় ৯২.৬০ লক্ষ টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট ২৭,০০,৪০৮ জন কৃষি/পল্লী ঋণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ৩,৩২,৩৩৪ জন নারী বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ৭২৫ কোটি টাকা ঋণ পেয়েছেন।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে ২৫১৬ জন সফল কৃষক বিভিন্ন ব্যাংক হতে প্রায় ১৬.৩৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন।
- আমদানী বিকল্প নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) ২% রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই খাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রায় ৭০.৬০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার ফলে স্থানীয়ভাবে এসব ফসলের উৎপাদন কিছুটা বেড়েছে এবং বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। উল্লেখ্য, বিগত অর্থবছরে (২০০৯-১০) এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ১২.৩৪ কোটি টাকা।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ টি জেলায় প্রায় ১৫ হাজার জন উপজাতিয় কৃষকের মাঝে মাত্র ৫% সুদে ২৩.২২ কোটি টাকারও বেশি ঋণ (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে) বিতরণ করা হয়েছে।
- বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মোবাইল ফোন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ যোগাযোগ মাধ্যম। কৃষি ঋণ গ্রহীতাদের মোবাইল নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষকদের কৃষি ঋণ প্রাপ্তির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হয়।
- এছাড়া ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে নানা অনিয়ম সংক্রান্ত সরাসরি অভিযোগ গ্রহণের জন্য একটি নির্দিষ্ট টেলিফোন নম্বর ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের পর ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। উক্ত টেলিফোন নম্বরে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

২.০৩ । কৃষি/গ্রামীণ উন্নয়ন সহায়ক কার্যক্রম

- ব্যাংক ঋণ সুবিধা বঞ্চিত বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচীর আওতায় জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্র্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ১৭১ টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ২,৩৩,৮৪৩ জন বর্গাচাষি শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ২৬৬ কোটি টাকা কৃষি ঋণ পেয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহীতা বর্গাচাষিদের মাঝে পরিচালিত এক স্টাডিতে দেখা গেছে, উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ঋণ গ্রহীতা বর্গাচাষিরা প্রথমবারের মত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে কৃষি ঋণ সুবিধা পাওয়াকে খুবই ইতিবাচক বলে বর্ণনা করেছেন। স্বল্পতম সময়ে এবং সুবিধাজনক শর্তে জামানতবিহীন এ ঋণের টাকা কাজে লাগিয়ে কৃষকরা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি নিজেদের সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন।
- উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র্য নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্য ফসল/সবজি/ফল উৎপাদনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের/ Northwest Crop Diversification Project (NCDP) মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয় । উক্ত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় ১৭৪ কোটি টাকার রিভলভিং ফান্ড হতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত অর্থবছরে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং এ ৪ (চার) টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উচ্চমূল্য ফসল উৎপাদনের জন্য ৩৭.৫০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে।
- NCDP প্রকল্পের ন্যায় Second Crop Diversification Project (SCDP)-এর আওতায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং এ অর্থবছরের প্রথম দিকেই উক্ত MFI সমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে যোগ্য কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ শুরু হবে বলে আশা করা যায়।
- ২০১০-১১ অর্থবছরে বিদ্যুৎ সুবিধাবিহীন এলাকায় ব্যাংকসমূহ ১০৯৬৭ টি বাসগৃহে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনে ২২.৭৩ কোটি টাকা অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করেছে; যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকার পুনঅর্থায়ন তহবিল হতে ৫.৯৪ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়া উপরোক্ত পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ২০১০-১১ অর্থবছরের শেষ পর্যন্ত সৌরশক্তি চালিত ৩ টি সেচ পাম্প স্থাপনের বিপরীতে ১.২৪ কোটি টাকা এবং সমন্বিত গরু পালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের বিপরীতে ৫.০২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

২.০৪ । মুদ্রা নীতি বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা

আর্থিক মন্দা কাটিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে বিশ্ব অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিসহ সামগ্রিকভাবে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। তবে, সরকারের কৃষক বান্ধব বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ফলে ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রত্যাশিত মাত্রায় কৃষি উৎপাদন পাওয়ার কারণে এ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি নিয়ে অনেকের অনেক শংকা সত্ত্বেও ৬.৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বছরের শুরুর দিকে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে কিছুটা বাড়তি মূল্যস্ফীতি ঘটলেও মূলত খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির কারণে অর্থবছরের শেষভাগে এসে তা নিম্নমুখী হয়েছে এবং প্রতিবেশী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি সামগ্রিকভাবে সহনীয় পর্যায়ে ছিল।

৩.০ । ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা

জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী মহোদয় চলতি অর্থবছরে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩ হাজার ৮শ কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করেন। অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবনার সাথে সঙ্গতি রেখে ২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩,৮০০ কোটি টাকায় নির্ধারিত হয়েছে। বিগত ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় এই পরিমাণ প্রায় ৯.৩৭% বেড়েছে। এছাড়া ব্যাংকসমূহের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বাইরে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) নিজস্ব অর্থায়নে ৭৮৯.৫০ কোটি টাকা কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৪.০। ২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- সকল বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংককে স্ব স্ব ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রীমের ন্যূনতম ২.৫% কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অর্থবছর শেষে লক্ষ্যমাত্রার অনর্জিত অংশ বাংলাদেশ ব্যাংকে এক বছরের জন্য জমা করতে হবে; তবে এজন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উক্ত জমার ওপর ব্যাংক হারে সুদ প্রাপ্য হবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি ঋণের প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- সম্ভাব্য যোগ্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের নিকট কৃষি ঋণের আবেদনপত্র সহজলভ্য করতে হবে। কৃষকদের ঋণের আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে।
- আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।
- শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিস্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিস্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস।
- দশ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টসমূহের মাধ্যমে স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে ইতোমধ্যে উক্ত একাউন্টের সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডেবিট/ক্রেডিট স্থিতির ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক কর্তন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত একাউন্টের ব্যবহার বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ত্রৈমাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে।
- কৃষক পর্যায়ে সময়মত কৃষি ঋণ পৌঁছানোর স্বার্থে স্বল্পমেয়াদী শস্য ফসল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারী বাধ্যবাধক হবে না।
- অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণ সুবিধায় বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের যোগান দেয়া কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণে আরও স্বচ্ছতা আনতে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।
- প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- কৃষকদের ঋণ আবেদনের প্রাপ্তিস্বীকার করতে হবে। কৃষি ঋণের জন্য কৃষকদের কোনো ঋণ আবেদন বিবেচনা করা না গেলে তা একটি রেজিষ্ট্রারে সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রকৃত ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষিদেরকে সহজ পদ্ধতিতে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে কৃষি ঋণ দিতে হবে।

- কৃষক পর্যায়ে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে শস্যগুদামজাত ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান করতে হবে।
- সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তাদের সফলতায় অন্য কৃষকরাও উৎসাহিত হয়।
- ডাল, তৈলবীজ ও মসলাজাতীয় ফসল খাতে সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতির বিপরীতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকসমূহের সুষম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এবং সেই সাথে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ যাতে এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদ হার ২% হতে বৃদ্ধি করে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে আনতে এ সব ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষকদের রেয়াতী সুদ হারে ঋণ প্রদান করতে হবে । ব্যাংকসমূহ যাতে দ্রুত ভর্তুকী সুবিধা পায় এজন্য ভর্তুকী প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজীকরণ করা হয়েছে ।
- একজন কৃষক কৃষির অপর কোনো খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপী না হলে একই কৃষককে ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।
- কৃষির সহায়ক খাত হিসেবে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতিতেও ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করতে হবে।
- সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন খাতে চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করতে হবে।
- কৃষি এবং এর সহায়ক খাতের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বা আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- অনেক বেসরকারি ব্যাংক শাখা স্বল্পতার দরুণ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায়, এমএফআই-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল ব্যাংক তাদের এ সংক্রান্ত রিপোর্ট/প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করেছে। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই বাছাইসহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে একটি সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কিছু কিছু ব্যাংক অকৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করে কৃষি ঋণ হিসাবে প্রদর্শন করায় বাংলাদেশ ব্যাংক সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সেগুলো কৃষি ঋণের বিবরণী থেকে বাদ দিয়েছে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে নারীদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
- কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে, এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর performance-কেও বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।
- প্রতিটি জেলায় ডেপুটি কমিশনারদের নেতৃত্বে গঠিত জেলা কৃষি ঋণ কমিটিকে আরো সক্রিয় করতে হবে।
- জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অনুসরণের জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা পরিপালন করতে হবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় আউটসোর্সিং এর ব্যবহার করা যাবে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ শতভাগ বিতরণ ও আদায়ের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপসহ কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।
- উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে ।
- চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষকদেরকে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত গ্যারান্টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষি ঋণ প্রদান করা যাবে। এ ছাড়া নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষক পর্যায়ে অর্থ/কৃষি উপকরণ সময়মত সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে চুক্তিবদ্ধ কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ দেওয়া যাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনার পাশাপাশি লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ, জলাবদ্ধ ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ, খরাপ্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সহজে অভিযোজনকারী ফসল চাষের উদ্যোগে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
- দেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষিদেরকে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকার প্রদত্ত সুদ ক্ষতি পুনর্ভরণ লবণ চাষের জন্য লবণ চাষীদের রেয়াতী সুবিধায় ৪% সুদ হারে ঋণ প্রদান করা যাবে।
- আমদানি নির্ভর ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে নতুন কৃষিপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ওয়েলপাম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারে।
- কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা বিষয়ে সংশ্লিস্টদের মাঝে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণের জন্য স্ব স্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- কৃষি ঋণের জন্য যাতে তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় সে লক্ষ্যে ঋণ আদায়ের জন্য প্রয়োজনে স্ব স্ব ব্যাংকে পৃথক Recovery cell গঠন করতে হবে।

৫.০। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ পদ্ধতি

৫.০১। প্রকৃত কৃষক/ঋণ গ্রহীতা সনাক্তকরণ

ব্যাংকসমূহ কৃষি/পল্লী ঋণের আবেদনকারীদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড-এর ভিত্তিতে প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করবে। সম্প্রতি কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডের বিপরীতে মাত্র ১০/- টাকা জমা গ্রহণ পূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদের ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পাশবই এর ভিত্তিতেই প্রকৃত কৃষক সনাক্ত করা যেতে পারে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.০২। ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা

কৃষি কাজে সরাসরি নিয়োজিত প্রকৃত কৃষকগণ কৃষি ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকান্ডে জড়িতরাও কৃষি/পল্লী ঋণের সংশ্লিষ্ট খাতে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন। তবে, সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতাগণ নতুন ঋণ পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৫.০৩। আবেদন ফরম সহজীকরণ

কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করতে কৃষি ঋণ, বিশেষত শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে আবেদন প্রক্রিয়া যতদূর সম্ভব সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফরম পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সময়, ফরমে যাচিত তথ্যের ব্যবহার তথা উপযোগিতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে ব্যাংকসমূহ কৃষি ঋণের, বিশেষ করে শস্য/ফসল ঋণের আবেদন ফরম সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আবেদন ফরম পূরণসহ আনুষঙ্গিক কাজে যাতে কালক্ষেপণ না হয় সে জন্যে আবেদন ফরম গ্রহণের সময়ই গ্রাহককে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল প্রকার নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। সহায়ক কোনো তথ্যের প্রয়োজন হলে একটি মাত্র বৈঠকেই সকল তথ্য গ্রাহককে জানাতে হবে।

কৃষি/পল্লী ঋণের আবেদন ফরম সম্ভাব্য ঋণগ্রহীতা কৃষকদের জন্য আরো সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.০৪। আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রাপ্তিস্বীকার ও বিবেচনা

সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা নির্ধারিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী আবেদনকারীর বার্ষিক প্রয়োজনীয় ফসল ঋণ ও অন্যান্য ঋণ এককালীন মঞ্জুর করবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ফসল উৎপাদনের মৌসুম শুরু হবার অন্ততঃ ১৫ দিন পূর্বে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ কৃষকদের বার্ষিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনাসহ আবেদনপত্র গ্রহণ করবে। প্রয়োজনবোধে, পরবর্তীতে কৃষকদের বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনায় যুক্তিযুক্ত পরিবর্তনের সুযোগ দেয়া যাবে।

গ্রাহকের আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যৌক্তিকীকরণ এবং গ্রাহকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে শস্য ও ফসল চাষের জন্য ঋণের আবেদন দ্রুততম সময়ে নিস্পত্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ঋণের আবেদন নিস্পত্তিকরণের সময়সীমা হবে আবেদনপত্র জমার দিন হতে সর্বোচ্চ ১০ কর্মদিবস।

বাতিলকৃত আবেদনপত্রগুলো বাতিলের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দল এবং স্ব স্ব ব্যাংকের নিরীক্ষা দলের যাচাইয়ের জন্য রেজিস্টারটি সংরক্ষণ করতে হবে।

৫.০৫। আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ ফি/চার্জ

শস্য/ফসল ঋণের আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ/ব্যাংকের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ বাবদ কোনো ধরনের ফি/চার্জ ধার্য করবে না।

৫.০৬ ঋণের সর্বোচ্চ সীমা

ফসল উৎপাদনের জন্য একজন কৃষককে সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা (৫ একর বা ২ হেক্টর) জমি চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে নির্ধারিত হারে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২.৫ একর পর্যন্ত নির্ধারণ করতে হবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদাকার জমিতে কৃষি ঋণের আবেদন ব্যাংকসমূহ তাদের প্রচলিত শর্তে বিবেচনা করতে পারবে।

৫.০৭ সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারী

শুধুমাত্র শস্য/ফসল চাষের জন্য সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে সিআইবি রিপোর্টিং ও সিআইবি ইনক্যোয়ারীর প্রয়োজন পড়বে না। তবে খেলাপী ঋণ গ্রহীতা যাতে কৃষি ঋণ না পান সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঋণ বিতরণকারী ব্যাংককে নিশ্চিত হতে হবে।

৫.০৮। জামানত

সাধারণভাবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর) পর্যন্ত জমিতে চাষাবাদের জন্য ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শুধু সংশ্লিষ্ট ফসল দায়বন্ধন (Crop Hypothecation)-এর বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫ একর)-এর বেশি জমি চাষাবাদের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা/না করার বিষয়টি ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই প্রচলিত শর্তে ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপ/ব্যক্তিগত গ্যারান্টি গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৫.০৯। ঋণ বিতরণের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকা

"লীড ব্যাংক" পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখাসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ইউনিয়নসমূহে ফসলসহ কৃষির বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করবে। তবে, অন্য ব্যাংক শাখার নামে বরাদ্দকৃত পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের কোন আগ্রহী আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শাখার অনাপত্তিপত্র দাখিল সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করা যাবে। এজন্য পার্শ্ববর্তী ব্যাংক শাখাসমূহের মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের তালিকা বিনিময় করতে হবে।

এছাড়া, বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক হওয়ায় লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় যে ইউনিয়ন যে ব্যাংক শাখার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সেই ব্যাংক শাখা হতে অনাপত্তিপত্র নিয়ে উক্ত এলাকায় বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহ কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করবে।

৫.১০। কৃষি ঋণ পাশ বই

কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য 'পাশ বই' আবশ্যক এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন যথাযথভাবে পালন করতে হবে। নতুন ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই পাশ বই ইস্যুর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, পাশ বইয়ের বিকল্প হিসেবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণযোগ্য হবে।

৫.১১। ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা মোতাবেক যথাসময়ে ঋণ বিতরণ

ব্যাংক শাখা কর্তৃক যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা পরিশিষ্ট "ঙ" তে সন্নিবেশিত হ'ল। তবে সংশ্লিষ্ট ফসলের জন্য ঋণ বিতরণকাল ও পরিশোধসূচী স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই পরিবর্তন করতে পারবে। অঞ্চলভেদে শস্য বপন/রোপণের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপন/রোপণ বিলম্বিত হলে বা পুনঃরোপণের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.১২। মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষ

যে সব অঞ্চলে মূল ফসলের পাশাপাশি একই সময়ে একই জমিতে অন্য একটি সাথী ফসল উৎপাদন সম্ভব সে এলাকায় আগ্রহী কৃষকদেরকে মূল ফসলের জন্য প্রদত্ত ঋণের সাথে সাথী ফসল চাষের জন্য অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। এ জন্য পরিশিষ্ট ''ঘ" তে সাথী ফসলের ঋণ নিয়মাচার অনুসরণযোগ্য। উক্ত পরিশিষ্টে উল্লেখ নেই এমন মিশ্র ফসল/ সাথী ফসল/ রিলে চাষের ক্ষেত্রে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.১৩। শস্য বহুমুখীকরণ (Crop Diversification)

দেশকে খাদ্য উৎপাদনে দ্রুত স্বয়ম্ভর করা এবং জনগণের জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আলু, ডাল, তৈলবীজজাত খাদ্য, ভুট্টা ইত্যাদির বহুমুখী ব্যবহার জনগণের মধ্যে জনপ্রিয় করার জন্য "শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর" মাধ্যমে উক্ত ফসলসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সাধারণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি উক্ত লাভজনক ফসলসমূহে ঋণ প্রদানে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করবে ।

৫.১৪। এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার

অঞ্চলভিত্তিক ফসল উৎপাদন, ফসলের ধরণ অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল উৎপাদন হয় সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে Area approach পদ্ধতিতে বাস্তবভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে সকল এলাকায় পর্যাপ্ত শাক-সবজি, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডালজাতীয় শস্য, কলা, কমলা, আগর, পান-বরজ, মরিচ, আলু ইত্যাদি ফসল উৎপাদন হয়, সে সকল এলাকায় ঐসব ফসলের জন্য পর্যাপ্ত ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে এ সংক্রান্ত তালিকা সংগ্রহপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসের মাধ্যমে অর্জিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেও এ ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে।

৫.১৫। কৃষি ঋণের core খাতে ঋণ বিতরণ

কৃষির প্রধান (core) ৩টি খাতে (যথা- শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) অন্যান্য খাতের চেয়ে ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৫.১৬। স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক এবং বর্গাচাষিরা যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিশেষ করে শস্য ও ফসল ঋণ পান তা নিশ্চিত করার জন্য যতদূর সম্ভব ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় হাটের দিন সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তারা ক্যাম্প করে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও ঋণ বিতরণ করতে পারেন।

৫.১৭। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion)-এর অংশ হিসাবে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টধারীদেরকে একাউন্ট এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ এবং উক্ত একাউন্ট সচল রাখতে উৎসাহ প্রদান

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (Financial Inclusion)-এর অংশ হিসাবে বিভিন্ন ব্যাংকে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টের মাধ্যমে ভর্তুকী জমা ছাড়াও ঋণ প্রদান, সঞ্চয় জমা, রেমিটেন্স জমা ইত্যাদি স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম উৎসাহিত করতে উক্ত একাউন্টসমূহে অনধিক ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ডেবিট/ক্রেডিট স্থিতির ক্ষেত্রে লেভি কর্তন হতে রহিত করা হয়েছে। কৃষি ঋণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়াতে যে সকল কৃষকের ১০ টাকায় খোলা ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে তাদেরকে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া উক্ত একাউন্টের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। এছাড়া, কৃষকদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলতে এ সকল একাউন্টে জমাকৃত অর্থের ওপর সঞ্চয়ী আমানত হিসেবে প্রদত্ত স্বাভাবিক সুদ হারের চেয়ে কিছুটা বেশি হারে সুদ প্রদান করা যেতে পারে। এ সমস্ত একাউন্টকে সচল রাখার জন্য গ্রামাঞ্চলের un-tapped savings সংগ্রহে ব্যাংকসমূহ উদ্যমী ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিন্ট্যান্স এ সমস্ত একাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করার জন্যও কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। যে সব কৃষকের এই ধরণের একাউন্ট রয়েছে তারা যদি মেয়াদি আমানত রাখেন তবে তাদেরকে আমানতের ৯০% পর্যন্ত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কিছুটা কম সুদ হারে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য, ভর্তুকী জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে ১০ টাকায় খোলা কৃষক একাউন্টসমূহ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী সরবরাহ করছে যা অব্যাহত থাকবে।

৫.১৮ আবর্তনশীল শস্যঋণ সীমা পদ্ধতি

কৃষি ঋণ বিতরণের অবিরাম প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য তিন (৩) বছর মেয়াদি একটি আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি (Revolving crop credit limit system) প্রচলন করা হয়েছে। অবিরাম ফসল উৎপাদনের সংগে সম্পৃক্ত কৃষকগণ এ পদ্ধতির আওতায় ঋণ সুবিধা পাবেন। এই ঋণ বিতরণের জন্য ইতোপূর্বে বিতরণকৃত সকল শস্য ঋণের সমুদয় সুদাসল আদায় করে পুনঃডকুমেন্টেশন ব্যতিরেকেই ঋণ নবায়নপূর্বক পুনরায় ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণ করা যাবে। দলিলাদি সম্পাদন যথাসম্ভব সহজীকরণ করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকদের নিকট ক্ষমতা অর্পণ (Power delegate) করবে। ঋণ মঞ্জুরির পর উৎপাদন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হলে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ পুনরায় ব্যাংকের নিকট আবেদন করতে পারবেন। ঋণের জামানত, ঋণ সীমা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বলিত এ স্কীম কৃষি ঋণ নীতিমালার আলোকে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রণয়ন করবে।

৫.১৯। চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং (Contract Farming)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের ঋণ প্রদান

উৎপাদনকারী কৃষক এবং বৃহদাকারে কৃষি পণ্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা বাজারজাতকরণের খরচ কমিয়ে আনার মাধ্যমে কৃষকদেরকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে ভূমিকা রাখতে পারে। ইদানিং বাংলাদেশে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, রপ্তানি এবং বাড়তি ভোগ চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই মূলত দেশে কিছু কিছু কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জুস, চিপস, চানাচুর, পোল্ট্রি ফিড, ক্যাটেল ফিড, ফিশ ফিড ইত্যাদি শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ গুণগত মান ঠিক রেখে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে দেশের কোনো কোনো এলাকায় কৃষকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থায় যেতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

চুক্তিবদ্ধ উৎপাদন বা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী কৃষকগণ ব্যাংক হতে প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা পেতে পারেন। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং এর আওতায় কৃষি কাজে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক প্রয়োজনে কন্ট্রাক্টর (সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান) এর নিকট থেকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে গ্যারান্টি গ্রহণ করবে।

এ ছাড়া নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় ফসল উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ কৃষক পর্যায়ে অর্থ/কৃষি উপকরণ সময়মত সরবরাহের উদ্দেশ্যে কোনো কৃষিভিত্তিক শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের (রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীস এন্ড ফার্মস কর্তৃক রেজিস্ট্রীকৃত) অনুকূলে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে কৃষক পর্যায়ে কৃষি ঋণ দেওয়া যাবে। কন্ট্রাক্ট ফার্মিং-এর আওতায় প্রদত্ত ঋণের ক্ষেত্রে কৃষক পর্যায়ে প্রকৃত (reducing balance method) সুদহার নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা প্রযোজ্য হবে। এ ছাড়া, উপকারভোগী কৃষকদের নথি ও হিসাবের প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং চাহিদামত অর্থায়নকারী ব্যাংককে তা সরবরাহ করতে হবে।

৫.২০ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম

বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে আসা হয়। যে সকল ব্যাংকের পল্লী অঞ্চলে শাখার সংখ্যা অপ্রতুল তারা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী উভয় ধরণের ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ রীতি প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট কর্ম পরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংককেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য/বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) হতে ঋণের পরিমাণ, গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সম্ভাব্য আকার এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির উল্লেখসহ একটি সুনির্দিষ্ট ঋণ প্রস্তাবনার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদেরকে অর্থায়নের বিষয়ে বিবেচনা করবে এবং সংশ্লিষ্ট মঞ্জুরিপত্র/চুক্তিপত্রে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রথমবার অর্থ ছাড়ের আবেদনের সময় অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য যথা-ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, মেয়াদকাল, ব্যবহার (খাত-উপখাত), কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য সুদহার, প্রকল্প এলাকা (জেলা, উপজেলা) ইত্যাদির সমন্বিত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে এবং পরবর্তীতে প্রতিবার পুনরায় অর্থ ছাড়ের আবেদনের ক্ষেত্রে পূর্বে গৃহীত অর্থায়ন প্রকৃতই কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সরবরাহ করবে।

ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ছাড় করার পর উক্ত অর্থ কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ হবার পরই কেবলমাত্র তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট গণ্য হবে।

ঙ) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণের ব্যাপারে যে নির্দেশনা দেওয়া রয়েছে তা অর্জনে আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে সচেষ্ট থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI)-কে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ডে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি শস্য/ফসল খাতেও ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৫.২১। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ

কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড় তদারকীধর্মী। প্রায়শ অভিযোগ পাওয়া যায় যে, ব্যাংকগুলোতে জনবলের অভাবে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ে বিঘ্ন ঘটছে; প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করতেও সমস্যা হচ্ছে। এ সমস্যা নিরসনে শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবল নিয়োগের জন্য ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

নিয়মিতভাবে নিয়োগ দেয়া সম্ভব না হলে 'কাজ নেই, বেতন নেই' (no work, no pay) ভিত্তিতে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া, যে সকল ব্যাংকের শাখা/জনবলের সীমাবদ্ধতা রয়েছে সে সকল ব্যাংক তাদের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রাহক নির্বাচন, ঋণ প্রস্তাব তৈরিকরণ, মূল্যায়ন, মঞ্জুরি, ঋণ বিতরণ, মনিটরিং, আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত কাজে কোন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

৬.০। কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ফসল উৎপাদনসহ পল্লী অঞ্চলের বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

৬.০১। কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/ উপখাতসমূহ

কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত খাত/উপ-খাতসমূহ নিম্নরূপ:

- শস্য/ফসল (ধান, গম, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদিসহ পরিশিষ্ট-গ তে উল্লিখিত সকল ফসল)
- মৎস্য সম্পদ
- প্রাণিসম্পদ
- কৃষি যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ)
- সেচ যন্ত্রপাতি (ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রদত্ত ঋণ)
- শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ (শুধুমাত্র নিজস্ব উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ)
- দারিদ্র বিমোচন ও আয় উৎসারী কর্মকান্ড (পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় উৎসারী কর্মকান্ডে প্রদত্ত ঋণ)
- অন্যান্য (ঋণ নিয়মাচারে উল্লিখিত হয়নি এমন অপ্রচলিত ফসল চাষ/কৃষিতে প্রদত্ত ঋণ)

স্বল্প মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি ঋণের আওতায় বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পরিশিষ্ট 'ক' তে সন্নিবেশিত হ'ল। উল্লেখ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প খাত কৃষি ঋণের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৬.০২। ঋণ নিয়মাচার ও ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ

কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফসলভিত্তিক কৃষি উপকরণ বাবদ খরচের ভিত্তিতে প্রণীত "ঋণ নিয়মাচার" অনুযায়ী একর প্রতি নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ, "শ্রেণিবিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষভিত্তিক বার্ষিক উৎপাদন পরিকল্পনা", ফসল বপন এবং সংগ্রহ মৌসুম অনুযায়ী "ফসল উৎপাদন পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধসূচী" ব্যাংক ও অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুসরণের জন্য এতদ্সঙ্গে সংযুক্ত করা হ'ল (যথাক্রমে পরিশিষ্ট- গ, ঘ ও ঙ)।

উল্লেখ্য, কৃষকদের প্রকৃত চাহিদার নিরিখে ঋণ নিয়মাচারে ফসলভিত্তিক নির্ধারিত ঋণের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস/বৃদ্ধি করা যাবে। নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে চাষাবাদের জন্য নিয়মাচারে বর্ণিত জমির ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৬.০৩। কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন

ব্যাংকসমূহ তাদের শাখাসমূহ/এমএফআই সমূহের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ বরাবরই কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক এ খাতে ঋণ বিতরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি/পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বাড়াতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের এ ভূমিকা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের একটি ন্যূনতম মাত্রায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

কৃষি/পল্লী খাতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের ন্যূনতম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ ও অগ্রীম সরবরাহ করে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের বিষয়ে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবেঃ

ক) মাঠ পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণের চাহিদা, এ খাতে ঋণ বিতরণে ব্যাংকের সামর্থ্য ও দক্ষতা, ব্যাংকের মোট ঋণ ও অগ্রীমের পরিমাণ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ খাতে ব্যাংকের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিবেচনায় নিয়ে এখন থেকে ব্যাংকসমূহ প্রত্যেক অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের একটি যুক্তিসংগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। তবে এই লক্ষ্যমাত্রা পূর্ববর্তী অর্থবছরের **৩১** মার্চ তারিখের অবস্থাভিত্তিক মোট ঋণ ও অগ্রীমের ২.৫% -এর চেয়ে কম হবে না।

খ) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জনের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব-স্ব ব্যাংকের আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে। কোনো ত্রৈমাসিকে আনুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে, অনর্জিত অংশ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক পরবর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংকে এক বছরের জন্য জমা করতে পারে।

গ) অর্থবছর শেষে কোনো ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে না পারলে; অনর্জিত অংশের সমপরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট এক বছরের জন্য জমা রাখতে হবে। তবে ব্যাংকের মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক না কেন, তাদের মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের **৩১** মার্চ তারিখের অবস্থা ভিত্তিক মোট ঋণ ও অগ্রীমের ২.৫% বা তার বেশী হলে তাদের ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক উপরোক্ত উপায়ে জমাকৃত অর্থের ওপর ব্যাংক হারে (বর্তমানে ৫%) সুদ প্রদান করবে।

ঙ) উপরোক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিলকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের বিবরণীর সঠিকতা যাচাই করে নেয়া হবে।

চ) কোনো ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রীম প্রদানের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পৃথক নির্দেশনা থাকলে সেই ব্যাংকের বা বিশেষ কোনো কারণে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে অর্থ জমার উপরোক্ত বাধ্যবাধকতা শিথিল করা যেতে পারে।

৬.০৩.১। শস্য ও ফসল ঋণের জন্য অর্থ বরাদ্দ

২০১১-১২ অর্থবছরের কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর অধীনে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৬০% শস্য ও ফসল ঋণ খাতে বিতরণ করতে হবে।

৬.০৪। মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

৬.০৪.১। মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান

বর্তমানে মৎস্য চাষ একটি লাভজনক খাত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ ও পুকুরে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ একান্ত অপরিহার্য। মাছের রেণু উৎপাদন, প্রায় অবলুপ্ত দেশি মাছ (কৈ, মাগুর ও শিং), রুই, কাতলা, মৃগেল ও মনোসেক্স তেলাপিয়া ইত্যাদি চাষের জন্য ঋণ প্রদান করতে হবে। সরকারের মৎস্য চাষ নীতিমালার আলোকে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই স্থানীয় পরিস্থিতিতে মৎস্য চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করবে। ইজারা পুকুরে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর বন্ধকীর পরিবর্তে ইজারা মূল্যকে গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.২। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম ক্রয়ে ঋণ প্রদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসরত উপকূলীয় মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার ট্রলার, নৌকা, জাল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য তাদের অনুকূলে অধিকতর সহজ শর্তে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি ঋণ বিতরণে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাছাড়া ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষ করে - মাছ ধরা, মৎস্য চাষ, শুঁটকী মাছ উৎপাদন এর সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। উপকূলীয় মৎস্যজীবীদেরকে প্রয়োজনে গ্রুপভিত্তিতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৪.৩। জলাশয়/জলমহাল/হাওরে মৎস্যচাষে ঋণ প্রদান

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জলাশয়/জলমহাল/হাওরে দলভিত্তিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্যজীবীদের ঋণ প্রদান করতে পারবে। সরকার কর্তৃক মৎস্য চাষের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে মৎস্য চাষের জন্য ঋণ প্রদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে বিষয়টি জনগণকে অবহিত করবে। মৎস্যজীবীরা যাতে ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারেন সে বিষয়ে তাদের উপযোগী প্রোডাক্ট উদ্ভাবন করে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৬.০৫। প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে দেশে প্রয়োজনের তুলনায় মাংস ও দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ঃ

৬.০৫.১। গবাদি পশু

ক) হালের বলদ ক্রয়, দুগ্ধ খামার স্থাপন, ছাগল/ভেড়ার খামার স্থাপন, গরু মোটাতাজাকরণ ইত্যাদিতে ঋণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ব্যাংক গ্রহণ করবে।

খ) গরুর পাশাপাশি মহিষ পালন একটি লাভজনক খাত। গরুর মত মহিষ হতেও দুধ ও মাংস পাওয়া যায়। পাশাপাশি হালচাষ এবং গ্রামীণ পরিবহণেও মহিষের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের চরাঞ্চলসহ যে সকল এলাকায় মহিষ পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় মহিষ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

ব্যাংকের নিজস্ব প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অফিসার বা একজন ভেটেরিনারী চিকিৎসক কর্তৃক সময়ে সময়ে গরু/ছাগলের খামার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রাহকদের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৫.২। সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটা তাজাকরণ) ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন

বাংলাদেশের গ্রামীণ পারিবারিক পরিবেশে ৪টি গরু এবং একটি বায়ো ডাইজেস্টারের সমন্বয়ে ছোট আকারের গরুর খামার অত্যন্ত কার্যকর এবং বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর ফলে গ্রামীণ অঞ্চলে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অনেক দরিদ্র নারী পুরুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৭ লিটার দুধ (গাভী পালনের ক্ষেত্রে), ১০০ কেজি জৈবসার এবং ১০০ ঘনফুট বায়োগ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমন্বিত গরু পালন (গাভী পালন /গরু মোটা তাজাকরণ)-এর মডেলকে জনপ্রিয় করতে এ খাতে ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ঋণ নিয়মাচার ও ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ঋণ প্রদান করবে।

৬.০৫.৩। পোলট্রি খাত

ডিম ও মাংস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের প্রোটিন ঘাটতি পূরণে পোলট্রি খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নেওয়া পোলট্রি শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড এবং ফরওয়ার্ড লিংকেজ কর্মকান্ড কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু বর্তমানে দেশে ডিম ও মাংসের চাহিদার তুলনায় সরবরাহের পরিমাণ অপ্রতুল। পোলট্রি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারের প্রাণিসম্পদ নীতিমালার বাস্তবায়ন ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রাণিসম্পদের প্রচলিত নিম্নবর্ণিত খাত/উপখাতসমূহে ঋণ বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবেঃ

ক) হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন এবং হাঁস-মুরগির খাদ্য, টিকা, ঔষধপত্র ক্রয় ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কোয়েল, খরগোশ, গিনিপিগ ইত্যাদির বিভিন্ন লাভজনক খামার স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

পোল্ট্রি খাতে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট এলাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে ভৌগোলিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ খাতে ঋণ প্রদানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) পরিবেশগত এবং প্রথাগত কারণে বাংলাদেশের বিল এবং জলা এলাকাসহ যে সকল এলাকায় পারিবারিক উদ্যোগে হাঁস পালন লাভজনক সে সকল এলাকায় হাঁস পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

উপর্যুক্ত খাতসমূহে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেরাই এবং প্রয়োজনবোধে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.০৬। সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ

দেশের বিভিন্ন এলাকায় পানির অভাবে এবং হালের বলদের স্বল্পতার কারণে চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে দেশে চাষাবাদ পদ্ধতি যান্ত্রিকীকরণের উদ্দেশ্যে এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে প্রাপ্ত পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সময়মত ফসল উৎপাদন নিশ্চিতকরণের জন্য গভীর/অগভীর/হস্তচালিত নলকূপ, ট্রেডল পাম্প ইত্যাদির জন্য ব্যবহারকারী পর্যায়ে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন -ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার ইত্যাদি উপখাতে ব্যবহারকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঋণের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এতদ্ভিন্ন, সারের অপচয় রোধ, উৎপাদন খরচ হ্রাস এবং এর বিপরীতে উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ব্যাংকসমূহ দানাদার/গুটি ইউরিয়া **(USG)** তৈরির মেশিন প্রস্তুতকারীদের ঋণ প্রদান বিবেচনা করতে পারবে এবং তেমন ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো এটিডিপি বা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ব্যবহারকারী পর্যায়ে সেচ যন্ত্রপাতি ও কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে প্রদত্ত ঋণ কৃষি ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

৬.০৬.১। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণ

প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কারণে পাকা ফসল ঘরে উঠাতে দেরী হলে অনেক সময় কৃষকগণ ক্ষতির সম্মুখীন হন। ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) এ সমস্যা মোকাবিলায় কৃষককে বহুলাংশে সাহায্য করতে পারে। এ জন্য কৃষি যন্ত্র হিসেবে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র বাবদ কৃষি ঋণ বিতরণ করতে হবে। কৃষকের স্বার্থে প্রত্যেক ব্যাংক হতে ফসল কাটা/মাড়াইয়ের যন্ত্র (Harvester) খাতে ঋণ বিতরণের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬.০৬.২। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ক্রয়ে ঋণ প্রদান

সেচযন্ত্র চালাতে সাধারণত বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে সকল এলাকায় বিদ্যুৎ নেই সেখানে সাধারণত ডিজেলচালিত সেচ যন্ত্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। অথচ সৌরশক্তি ব্যবহার করেই সেচের কাজ করা সম্ভব। শুকনো মৌসুমে, যখন প্রচুর রোদ ওঠে এবং ক্ষেতে শুষ্কতা/খরা দেখা দেয় তখনই সাধারণত সেচের প্রয়োজন পড়ে। সেই সময়ে সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্রের মাধ্যমে জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব। বর্ষা মৌসুমে বা মেঘলা আবহাওয়ায় সেচের প্রয়োজন পড়েনা বললেই চলে। সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র প্রায় ২০ বছর ব্যবহার করা যায় ফলে প্রাথমিক ব্যয় কিছুটা বেশি হলেও প্রকৃত অর্থে তা সাশ্রয়ী। ব্যাংকসমূহ এধরনের সেচ যন্ত্র ক্রয়ে কিছুটা দীর্ঘমেয়াদে কৃষি ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.০৭। শস্য / ফসল গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে প্রকৃত কৃষকদেরকে ঋণ প্রদান ঃ

শস্য/ফসল ওঠা/কাটার মৌসুমে কৃষি পণ্যের দাম অনেক সময় হঠাৎ কমে যায়, ফলে উৎপাদনকারী কৃষক ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হন। পক্ষান্তরে, মুনাফালোভী ব্যবসায়ী/ফড়িয়ারা লাভবান হয়। এ অবস্থা এড়িয়ে কৃষক পর্যায়ে (সাধারণভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আলুর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২.৫ একর জমিতে) উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে গুদামজাতকৃত কৃষি পণ্যের বিপরীতে প্রকৃত কৃষককে ঋণ প্রদান করতে হবে, যাতে সুবিধামত সময়ে পণ্য বিক্রি করে উৎপাদনকারী কৃষক পণ্যের ন্যায্যমূল্য পেতে পারেন।

সরকার /সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন পরিত্যক্ত/অব্যবহৃত গুদাম প্রয়োজনে জেলা/উপজেলা কৃষিঋণ কমিটির উদ্যোগে সংস্কার করে স্থানীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শস্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হলে উক্ত গুদামে গুদামজাতকৃত শস্যের বিপরীতে শস্য গুদাম ও বাজারজাতকরণ খাতে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.০৮। উচ্চমূল্য ফসল (High Value Crops) খাতে ঋণ প্রদান

উচ্চমূল্য ফসল বলতে সাধারণত ফলমূল, রকমারি ফুল, সৌন্দর্যবর্ধক ও ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছগাছড়া, মসলা জাতীয় ফসল ইত্যাদিকে বুঝায়। উচ্চমূল্য ফসলগুলো প্রচলিত খাদ্যশস্য বিশেষ করে বোরো (শীতকালীন) ধানের তুলনায় অধিক লাভজনক এবং এ ফসলগুলোর বাজার সম্ভাবনা অনেক বেশি। উচ্চমূল্য ফসল খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখবে এবং ঋণ বিতরণ করবে।

বিশেষ বিশেষ সবজি (করল্লা, লাউ, বেগুন, বাঁধাকপি, গাজর, ফুলকপি, বরবটি, সীম, মটরশুটি, ঢেঁড়শ, পটল, আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো) , ফল (কলা, লেবু, পেয়ারা, বরই, লিচু, আম, পেপে, তরমুজ) এবং মসলা (মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, হলুদ), তৈলবীজ (উফশী সূর্যমুখী ও চিনা বাদাম) এবং পোলাউর (সুগন্ধি) চাল, উফশী ভুট্টা, মুগ ডাল ইত্যাদি উচ্চমূল্য ফসল হিসেবে বিবেচিত।

৬.০৯ । টিস্যু কালচার খাতে ঋণ প্রদান

টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশেই স্বল্প ব্যয়ে আলু এবং স্ট্রবেরিসহ কিছু কিছু ফল ও ফুল গাছের উন্নতমানের বীজ/চারা উৎপাদন করা সম্ভব। টিস্যু কালচার খাতে বিনিয়োগ মূলত পুঁজিঘন হলেও তা কিছুটা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নতমানের বীজ/চারা সরবরাহের মাধ্যমে কৃষকের উপকারে আসতে পারে। বিনিয়োগ ঝুঁকি পর্যালোচনাপূর্বক কৃষি ঋণের আওতায় টিস্যু কালচার খাতে ব্যাংকসমূহ ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১০। পাট চাষ খাতে ঋণ প্রদান

সম্প্রতি পাটের জীবন রহস্য (genome sequence) আবিষ্কৃত হয়েছে, যা পাট চাষের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এর মাধ্যমে কম পানিতে পাট পচানো, রোগ ও আগাছা প্রতিরোধী এবং লবণাক্ততা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। পাট চাষ খাতে পূর্ব থেকে ঋণ বিতরণ হয়ে আসলেও সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলে পাট চাষের ক্ষেত্রে যে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে তাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে পাট চাষে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১১। ওয়েলপাম চাষে ঋণ প্রদান

আমদানি নির্ভর ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে নতুন কৃষিপণ্য হিসেবে বাংলাদেশে ওয়েলপাম চাষ বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। পাহাড়ি এলাকাসহ দেশের ২৭ টি কৃষি অঞ্চল ওয়েলপাম চাষের জন্য খুবই উপযোগী। বর্তমানে দেশের কোন কোন এলাকায় ওয়েলপাম গাছ রোপণ করা হলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এখনও ওয়েলপাম চাষ হচ্ছেনা। তবে, ব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে কৃষকগণ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাম চাষে আগ্রহী হবেন। ওয়েলপাম চাষে আগ্রহীদেরকে ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণ করতে পারে।

৬.১২। নার্সারি স্থাপনের জন্য ঋণ

দেশে মরুকরণ প্রক্রিয়া রোধ করে সার্বিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সরকারের ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী এবং গ্রামীণ ও সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে গাছের চারার বিপুল চাহিদা পূরণের নিমিত্তে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বেসরকারি খাতে নার্সারী স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহ করার লক্ষ্যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাণিজ্যিকভাবে ফুল ও ফল চাষ এবং এদের বীজ উৎপাদন এবং বাহারী উদ্ভিদ, ক্যাকটাস ও অর্কিড চাষের জন্যও চাহিদা অনুযায়ী ঋণ প্রদান করা যাবে। এসব খাতে ঋণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনে উদ্যানতত্ত্ববিদ ও বন বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করতে পারবে।

৬.১৩। বিশেষ/অগ্রাধিকার খাত সমূহ

৬.১৩.১। নির্দিষ্ট ফসলের জন্য রেয়াতী সুদের হারে ঋণ বিতরণ

দেশে ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টার প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন সে অনুযায়ী যথেষ্ট নয় বিধায় আমদানি বাবদ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। এ ধরনের ফসল চাষকে উৎসাহ দিতে এবং এ খাতে ঋণ বিতরণে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলির পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ দিতে প্রচলিত সরকারের সুদ ক্ষতিপূরণ সুবিধার আওতায় ২০১১-১২ অর্থবছরের ০১ জুলাই থেকে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য প্রদত্ত কৃষি ঋণের ওপর কৃষক পর্যায়ে বিদ্যমান সুদহার ২% হতে বৃদ্ধি করে ৪%-এ পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ সরকারের সুদ ক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি সুদ হারে ঋণ বিতরণ করে আসছে। এখন থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারী ব্যাংকসমূহও তাদের বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারের ৬% হারে সুদক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য ঋণ বিতরণ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে সুদক্ষতি বাবদ প্রদত্ত ৬% হিসাবে নেয়ার পরও কোনো ব্যাংকের কিছুটা সুদ ক্ষতি হলে উক্ত অংশটি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্পোরেট সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি (CSR)-এর আওতায় গণ্য করা হবে।

সরকারের সুদ ক্ষতি পূরণ সুবিধার আওতায় ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা চাষের জন্য রেয়াতি ৪% সুদের হারে কৃষি ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মূল অনুসরণীয় বিষয়গুলি নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

ঋণ বিতরণ ও আদায়

(১) নিম্নোক্ত ফসলসমূহের ক্ষেত্রে ৪% হার সুদে অর্থায়ন সুবিধা প্রযোজ্য হবেঃ

ক) ডাল জাতীয় ফসল ঃ মুগ, মশুর, খেসারী, ছোলা, মটর, মাষকলাই ও অড়হর।

খ) তেলবীজ জাতীয় ফসল ঃ সরিষা, তিল, তিসি, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী ও সয়াবিন।

গ) মসলা জাতীয় ফসল ঃ পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও জিরা।

ঘ) ভুট্টা।

(২) উল্লেখিত ফসল চাষের জন্য রেয়াতি সুদে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক) একর প্রতি উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে ঋণের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাণ, ঋণ বিতরণের মওসুম ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের শুরুতে জারীকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচীতে উল্লিখিত ঋণ নিয়মাচার প্রযোজ্য হবে।

খ) প্রকৃত ঋণ চাহিদার আলোকে ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদের জন্য উল্লিখিত ফসল চাষের উদ্দেশ্যে প্রদেয় ঋণের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহকে যথাযথ নির্দেশ জারী করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করার জন্য শাখাসমূহের ঋণ বিতরণ অগ্রগতির তদারকী ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে।

গ) কৃষি ঋণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত বর্তমানে অনুসৃত অন্যান্য নীতিমালা যেমন কৃষক প্রতি ঋণের সর্বোচ্চ সীমা, জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, পাস বইয়ের ব্যবহার, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকী ও আদায় ইত্যাদি এ সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেও যথারীতি অনুসৃত হবে।

রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকসমূহের আর্থিক ক্ষতিপূরণ

(১) ব্যাংকসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত/সমন্বয়কৃত ঋণ হিসাবসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট বছর সমাপ্তির ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট ৬% হারে সুদ ক্ষতিপূরণের আবেদন পেশ করবে। উক্ত আবেদনের সঙ্গে তাদের বিতরণকৃত ঋণের বিস্তারিত যেমন- মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ মঞ্জুরীর সময়কাল, বিতরণকৃত ঋণের মোট পরিমাণ, রেয়াতি সুদ অরোপের ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী দাখিল করবে। সুদক্ষতিপূরণের আবেদন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তা যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুকূলে পূরণের ব্যবস্থা করবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক দৈবচয়ন (random sampling) ভিত্তিতে রেয়াতি হারে যোগ্য বলে দাবীকৃত ঋণের ন্যূনপক্ষে ১০% ঋণ নথি সরেজমিনে যাচাই করবে এবং যাচাইকৃত ঋণের মধ্যে যে পরিমাণ ঋণ নিয়মানুযায়ী প্রদেয় হয়নি মর্মে প্রমাণিত হবে তার শতকরা হার নির্ণয় করত তা পুরো দাবীকৃত ঋণের উপর কার্যকরপূর্বক প্রকৃত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে এবং এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব হিসাব হতে ব্যাংকসমূহের সুদ ক্ষতির অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা পুনর্ভরণের ব্যবস্থা করবে।

(৩) ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ রেয়াতি সুদে বিতরণকৃত ঋণ গ্রহীতাদের তালিকাসহ এতদসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি যেমন মোট ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা, ঋণ গ্রহীতার ঠিকানা, জমির পরিমাণ, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ, ঋণের মেয়াদ, সমন্বয়ের তারিখ ইত্যাদি সংরক্ষণ করবে যাতে করে প্রয়োজনবোধে ক্ষতিপূরণের অর্থ পুনর্ভরণের পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃক তার যথার্থতা যাচাই করা সম্ভব হয়। এছাড়া ঋণ বিতরণকারী শাখাসমূহ এতদ্সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি বিবরণী আকারে স্ব স্ব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত বিশেষ ঋণ মনিটরিং সেল-এর নিকটও প্রেরণ করবে।

(৪) নির্ধারিত ফসল চাষে প্রকৃত চাষীদের অনুকূলে রেয়াতি সুদে প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণার্থে আলোচ্য ঋণ বিতরণে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ ফলপ্রসূ তদারকীর যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

(৫) মঞ্জুরীর সময় নির্ধারিত মেয়াদের সাথে গ্রেস পিরিয়ড ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে প্রদত্ত ঋণের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নিরূপিত হবে। নির্ধারিত মেয়াদ শেষে কোন ঋণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনাদায়ী থাকলে তার উপর রেয়াতি সুদ প্রযোজ্য হবে না। মেয়াদোত্তীর্ণ বকেয়ার উপর ব্যাংকের নির্ধারিত স্বাভাবিক সুদের হারই ঋণ বিতরণের তারিখ হতে প্রযোজ্য হবে।

(৬) উপরোক্ত ব্যবস্থার অধীনে ঋণ বিতরণ এবং সুদসহ যথানিয়মে আদায় করার জন্য তদারকী জোরদার করতে হবে।

(৭) ৪% হারে বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে এখাতে ঋণ গ্রহণকারী কৃষকদের তালিকা ব্যাংক স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা / উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবে । ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে কোন কৃষক সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা /উপসহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হতে তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে রেয়াতী ৪% হারের পরিবর্তে স্বাভাবিক সুদ হার প্রযোজ্য হবে ।

(৮) একজন কৃষক অন্য কোনো ফসল চাষের জন্য ঋণ গ্রহণ করে খেলাপী না হলে একই কৃষককে উপরোক্ত রেয়াতি সুদহারে ডাল, তেলবীজ, মসলাজাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ঋণ দেওয়া যাবে।

৬.১৩.২। রেয়াতী সুদের হারে লবণ চাষিদেরকে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশে খাবার এবং শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য লবণের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে লবণ চাষের অনুকূল পরিবেশও বিদ্যমান। দেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় লবণ চাষের সাথে প্রচুর ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিরা জড়িত। তাঁরা প্রায়ই ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকারের ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল হওয়ায় তাদেরকে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে লবণ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষি ঋণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে এরিয়া এপ্রোচ ভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকার ব্যাংক শাখাসমূহকে লবণ চাষের জন্য কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ বিতরণ করতে হবে।

প্রকৃত লবণ চাষিদেরকে জনপ্রতি ০.৫ বিঘা হতে ২.৫ একর পর্যন্ত এলাকায় লবণ চাষের জন্য সরকারি ভর্তুকি ব্যবস্থায় ৪% রেয়াতী সুদ হারে একক/গ্রুপ ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, লবণ চাষিগণ কতৃক গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখের মধ্যে পরিশোধিত হতে হবে।

জমির ভাড়া, পলিথিন ক্রয়, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি ব্যয় বিবেচনায় নিয়ে একটি ঋণ নিয়মাচার প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা এসিডি সার্কুলার লেটার নং-১, তারিখ-২৫/০১/২০১১ এর মাধ্যমে জারীকৃত আছে। যে সকল লবণ চাষির নিজস্ব জমি রয়েছে তাদের ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য জমির ভাড়া বাদ দিতে হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে স্থানীয় অবস্থাভেদে একর প্রতি লবণ চাষের জন্য ঋণের পরিমাণ নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারণ করতে পারে।

৬.১৩.৩। পান চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

দেশে সাধারণভাবে বরজে পান চাষ করা হয়ে থাকে। পান চাষের জন্য ঋণ নিয়মাচার রয়েছে। তবে, সিলেট অঞ্চলে আদিবাসীরা অন্য গাছের গায়ে লতানো পদ্ধতিতে পান চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। বাজারে এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত পানের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বরজে পান চাষের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ঋণ সরবরাহের পাশাপাশি প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পানচাষিদেরকে দলভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৬.১৩.৪। মধু চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

মধু প্রকৃতির একটি অনন্য দান। মধু পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। বাজারে খাঁটি মধুর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। ঔষধি গুণের কারণেও মধুর চাহিদা রয়েছে। ক্ষেতে অন্যান্য ফল/ফুল/ফসল আবাদের পাশাপাশি খাঁচায় মৌমাছির চাক সৃষ্টি করে মধু চাষ একটি লাভজনক খাত। যে সব এলাকায় মধু চাষ হয়ে থাকে, সেখানে মৌচাষিদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ সরবরাহ করতে হবে।

ছোট আকারে মৌমাছি পালন ও মধু চাষিদেরকে একক/ গ্রুপভিত্তিতে ঋণ প্রদান করতে হবে।

৬.১৩.৫। অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষি/পল্লী ঋণ প্রদানঃ

কৃষি/পল্লী ঋণ সুবিধা বর্গাচাষিসহ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর পাশাপাশি আয় উৎসারী কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য লাঘবকরণ কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর এবং উপেক্ষিত এলাকায় (যেমন চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকা ইত্যাদি) কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। অনগ্রসর এলাকার কৃষকদের ঋণের ওপর সুদের হার তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম ধার্য করা যেতে পারে।

৬.১৩.৬। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

ভূমিহীন কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একরের কম) এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক (যাদের জমির পরিমাণ ০.৪৯৪ একর থেকে ২.৪৭ একর) এবং বর্গাচাষিদেরকে (যেসব কৃষক অন্যের জমি বর্গা চাষ করে এবং নিজস্ব মালিকানায় জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ ১ একর) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে । কৃষি উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বর্গাচাষিরা এ নীতিমালার আওতায় কৃষি ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে বর্গাচাষির জাতীয় পরিচয়পত্র **(National ID Card)** থাকতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণকারী ব্যাংক শাখার আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা কোনো প্রকৃত কৃষক জমির মালিকের কাছ থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে জমা দিয়ে কৃষি ঋণ নিতে পারবেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত 'কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড" থাকলে এক্ষেত্রে উহাও প্রযোজ্য হবে। সম্প্রতি ১০ টাকা জমা গ্রহণপূর্বক খোলা একাউন্টধারী কৃষকদেরকে সনাক্তকরণের জন্য উক্ত একাউন্ট/কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড ব্যতীত পৃথক কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে না। জমির মালিকের প্রত্যয়নপত্র পাওয়া না গেলে স্থানীয় এলাকার দায়িত্বশীল ও গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছ থেকে সংগৃহীত প্রত্যয়নপত্রের বিপরীতেও ব্যাংক বর্গাচাষিদেরকে কৃষি ঋণ দিতে পারবে। জাতীয় পরিচয়পত্র আছে কিন্তু কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড নেই সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা স্থানীয় স্কুল/কলেজের প্রধান শিক্ষক অথবা ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির দেওয়া প্রত্যয়নপত্রও প্রকৃত কৃষক সনাক্তকরণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকৃত বর্গাচাষি সনাক্তকরণের পর বার্ষিক শস্য ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করতে হবে। বর্গাচাষি যদি সংশ্লিষ্ট জমি ভাড়ার ভিত্তিতে চাষ করে থাকে সে ক্ষেত্রে জমির ভাড়াসহ ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হবে । বর্গাচাষিদের অনুকূলে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকের প্রচলিত নীতিমালায় পাশ বই ইস্যু করা যেতে পারে।

প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে ব্যাংক ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে একক/গ্রুপভিত্তিতে কৃষি ঋণ প্রদান করতে হবে।

কোনো বর্গাচাষি যদি একই মালিকের জমি পর পর তিন বছর চাষাবাদ করে, সেক্ষেত্রে ''আবর্তনশীল শস্য ঋণসীমা পদ্ধতি" নীতিমালা তাদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে। বর্গাচাষির নামে যাতে কোন অ-কৃষক ঋণ গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬.১৩.৭। সফল কৃষকদের অনুকূলে ঋণ প্রদান

সফল কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এতে করে তাদের সাফল্যে অন্যান্য কৃষকরাও উৎসাহিত হবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সফল কৃষকদেরকে তালিকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন ব্যাংকে সরবরাহ করা রয়েছে। তবে অনেক সফল কৃষকের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না-ও থাকতে পারে; তাছাড়া তালিকার বাইরে থাকা অনেকে সম্প্রতি সাফল্য লাভ করে থাকতে পারেন। সে প্রেক্ষিতে তালিকায় অনুপস্থিত সফল কৃষকদেরকেও ব্যাংক প্রয়োজনীয় পরিমাণ কৃষি ঋণ প্রদান করবে।

৬.১৩.৮। মাশরুম চাষের জন্য ঋণ বিতরণ

চাহিদা, পুষ্টিগত দিক ও বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষোপযোগিতা বিবেচনায় এবং বেকারত্ব নিরসনে ক্ষুদ্র উদ্যোগে মাশরুম চাষ উৎসাহিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে মাশরুম চাষে ঋণ প্রদান করতে হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৬.১৩.৯। তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান

বাংলাদেশ কৃষি বাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক তাঁত ঋণের জন্য পৃথক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ লক্ষ্যমাত্রায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করে থাকে। অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহও অনুরূপভাবে কৃষি ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ তাঁত শিল্পে ঋণ প্রদান করতে পারে।

৬.১৩.১০। রেশম চাষে ঋণ প্রদান

রেশম জাতীয় বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজশাহীসহ যে সব অঞ্চলে রেশম চাষের সম্ভাবনা রয়েছে সেসব এলাকায় ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রেশম চাষ/রেশম কীট উৎপাদন, তুঁত গাছের চাষ ইত্যাদি কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানেরর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। রেশম চাষ সম্প্রসারণ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে উপর্যুক্ত কর্মকান্ডে ঋণের পরিমাণ, মেয়াদ ও পরিশোধসূচি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

৬.১৩.১১। তুলা চাষে ঋণ প্রদান

তুলা একটি অর্থকরী ফসল। রবি এবং খরিপ মৌসুমে এর চাষ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ খাতে ঋণ প্রদানের জন্য স্থানীয় তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে পরামর্শ করে ব্যাংকসমূহ নিজেরাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬.১৩.১২ । গ্রামীণ অর্থায়ন

কৃষি ঋণ ছাড়াও গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একক/দলীয় ভিত্তিতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ছোট ছোট ব্যবসা, বিশেষকরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প যেমন- বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, চিড়া/মুড়ি তৈরি, কামার ও কুমারের কাজ, নৌকা ক্রয়, মৌমাছি পালন, সেলাই মেশিন/দর্জি, কৃত্রিম গহনা তৈরি, মোমবাতি তৈরি, কাঠের কাজ, মুদি দোকান, শারীরিক প্রতিবন্ধী, দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান ইত্যাদি'র সাথে জড়িতদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে।

৬.১৩.১৩। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদান

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। জনসংখ্যার এ কাঠামোর কারণে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতে নারীদের সক্রিয় ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য।

কৃষি ও কৃষির সাথে সম্পর্কিত আয় উৎসারী কর্মকান্ডে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে তাদেরকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা যাতে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করতে পারেন সে জন্য তাদেরকে শস্য/ফসল উৎপাদন, ছোট আকারে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি সম্পর্কিত ক্ষুদ্র ব্যবসা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য ঋণ প্রদানের মাধমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কৃষি কর্মকান্ড যেমন বাগান করা, নার্সারি, শস্য উত্তোলন পরবর্তী কর্মকান্ড, বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ, মৌমাছি পালন ও মধু চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি খাতে নারীদেরকে ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৬.১৩.১৪। শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান

প্রতিবন্ধীরা যাতে মর্যাদার সাথে অর্থবহ, ফলপ্রসূ ও অবদানমূলক জীবনযাপন করতে পারেন তার জন্য প্রতিবন্ধকতার ধরণ বিবেচনা করে কৃষি/অকৃষি নানাবিধ আত্মকর্মসংস্থানমূলক আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের ব্যবস্থা করবে। প্রতিবন্ধীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে তাদেরকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ প্রচলিত শর্তসমূহ কিছুটা শিথিল করতে পারে। কৃষি ঋণ প্রদান ছাড়াও বাঁশ ও বেতের কাজ, ধান ভাঙ্গানো, নার্সারি, মৌমাছি পালন, মধু চাষ, ক্ষুদ্র মুদি দোকান ইত্যাদি খাতসহ সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের জন্য সুবিধাজনক খাতে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৭.০ কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন সহায়ক বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ক) বর্গাচাষিদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

ব্যাংক ঋণ সুবিধা বঞ্চিত বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছে দিতে ব্র্যাক-এর মাধ্যমে গত ২০০৯-১০ অর্থবছরে একটি বিশেষ ঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় গৃহীত এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ১৭২টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা ৩ (তিন) লক্ষ বর্গাচাষি শস্য/ফসল চাষ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য মাত্র ১০% সুদে ঋণ সুবিধা পাবেন।

গত ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্র্যাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার ১৭১টি উপজেলায় ব্যাংক ঋণের আওতার বাইরে থাকা প্রায় ২.৩৪ লক্ষ বর্গাচাষিকে শস্য ও ফসল ঋণ বাবদ প্রায় ২৬৫.৯৪ কোটি টাকা কৃষি ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
বর্গাচাষিদের মাঝে কৃষি ঋণ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে মাত্র ১০% সুদে এ বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম বর্তমান অর্থবছরেও চলমান থাকবে।

খ) সৌরশক্তি, সমন্বিত গরুপালন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচী

পল্লী এলাকায় গৃহ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সৌরশক্তির ব্যবহার, সৌরশক্তি চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান এবং বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে বিগত ২০০৯-১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কীম গ্রহণ করা হয়। চলতি অর্থবছরেও উক্ত খাতসমূহে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সুনির্দিষ্ট শর্তাধীনে পুনঃঅর্থসংস্থান প্রদান করা হবে।

গ) উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/North-West Crop Diversification Project (NCDP)

বাংলাদেশের একটি দরিদ্রতম অঞ্চল হচ্ছে দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল । কৃষিনির্ভর এ অঞ্চলের কৃষকদের বেশিরভাগই ধান উৎপাদন করে থাকে যার বাজার মূল্য তুলনামুলকভাবে কম। উর্বর জমি থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে সনাতনী কৃষির পরিবর্তে উচ্চমূল্যের সব্জি/ফল/ফসল (অনুচ্ছেদ ৬.০৮ এ বর্ণিত) উৎপাদনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের (NCDP) [যার মেয়াদ ৩০ জুন ২০০৯ তারিখে শেষ হয়েছে] ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাপনায় ১৭৪ কোটি টাকা রিভলভিং ফান্ড থেকে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের হোলসেলিং এ ৪ (চার)টি MFI-এর মাধ্যমে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের ১৬ টি জেলার ৬১ টি উপজেলায় ০.২ থেকে ১.২ হেক্টর জমির অধিকারী ২ (দুই) লক্ষ জন কৃষক (যাদের ৬০% মহিলা)-এর মাঝে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যা বিগত বছরের ন্যায় বর্তমান অর্থবছরেও অব্যাহত থাকবে।

ঘ) দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প/Second Crop Diversification Project (SCDP)

উত্তর পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দ্বিতীয় শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্প (SCDP) নামে একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে এ প্রকল্পের অর্থায়ন সংক্রান্ত চুক্তি ইতোমধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠন (MFI) নির্বাচন প্রক্রিয়া বর্তমানে শেষ পর্যায়ে। সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পটির ক্রেডিট কম্পোনেন্ট এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক। প্রকল্পটির আওতায় রাজশাহী, রংপুর বিভাগের পাশাপাশি খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ২৫ টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষক এ ঋণ সুবিধা পাবেন। NCDP এর ন্যায় এ প্রকল্পেও উচ্চমূল্য ফসল (অনুচ্ছেদ ৬.০৮ এ বর্ণিত) চাষের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে সেই সাথে উচ্চমূল্য বৃক্ষরোপণের জন্যও এ প্রকল্প হতে ঋণ প্রদান করা হবে। আলোচ্য প্রকল্পে ক্রেডিট কম্পোনেন্ট ২৫.৫ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ প্রায় ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বেসিক ব্যাংক লিঃ এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ এর হোলসেলিং এ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) -এর মাধ্যমে চলতি অর্থবছর থেকে কৃষকদের মাঝে এ ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৮. ০। কৃষি ঋণের সুদ

কৃষি/পল্লী ঋণের খাত/উপখাতে ঋণের সুদের হার ব্যাংকসমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। তবে, কৃষি খাতের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সুদহারের সর্বোচ্চ সীমা যথারীতি প্রযোজ্য হবে। শস্য/ফসল ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে সরল হারে সুদ আরোপের প্রচলিত বিধান বহাল থাকবে। কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য কৃষি/পল্লী ঋণের খাত / উপ-খাতওয়ারী সুদের হার সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

৯.০ । কৃষি ঋণ ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যতদূর সম্ভব সকল কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার মোবাইল নম্বর শাখা পর্যায়ে সংরক্ষণের উদ্যোগ ব্যাংকসমূহকে নিতে হবে। যে সকল কৃষি/পল্লী ঋণ গ্রহীতার নিজস্ব মোবাইল ফোন রয়েছে, তাদের মোবাইল ফোন নম্বর ব্যাংক শাখায় সংরক্ষণ করতে হবে। কৃষকের নিজের মোবাইল ফোন না থাকলে আত্মীয়/প্রতিবেশীর মোবাইল ফোন নম্বরও সংরক্ষণ করা যাবে। তবে মোবাইল ফোন নম্বর না থাকার অজুহাতে কোনো কৃষককে কৃষি ঋণ প্রদান হতে বঞ্চিত করা যাবে না। ব্যাংক শাখা/সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় ফোন করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তি ও আদায়ের ব্যাপারে খবরাখবর নিতে হবে। কৃষি ঋণ প্রাপ্তি ও আদায় সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে জানতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতেও অনুরূপভাবে মাঝে মাঝে মোবাইল ফোনে কৃষকদের খোঁজ খবর নেওয়া হবে।

এছাড়া, কৃষকের সুবিধার্থে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় ব্যবস্থায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটসহ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে নীতিগতভাবে সমর্থন প্রদান করা হবে।

১০.০। কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং

১০.০১। ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী অনুযায়ী প্রকৃত কৃষকরাই যাতে সময়মত কৃষি ঋণ পান, কৃষি ঋণ পেতে যাতে কোনো হয়রানির শিকার হতে না হয় এবং কৃষি ঋণের নির্ধারিত বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা যাতে পুরোপুরি অর্জন করা সম্ভব হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃষি/পল্লী ঋণ মনিটরিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

ক) সামগ্রিকভাবে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
খ) মোট কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের ৬০% শস্য/ফসল খাতে বিতরণ;
গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদসহ কৃষির অন্য দুটি প্রধান খাতে ঋণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ;
ঘ) ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে এরিয়া এপ্রোচ পদ্ধতির ব্যবহার অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সেদিকে গুরুত্ব আরোপ;
ঙ) চর, হাওর, উপকূলীয় এলাকাসহ অনগ্রসর এলাকা এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান;
চ) প্রকৃত কৃষকদের স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণদান নিশ্চিতকরণ;
ছ) বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

ব্যাংক শাখা কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণ যথাসময়ে বিতরণ, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়মিত পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মাঠ পর্যায়ে ঋণের চাহিদার নিরিখে ব্যাংক শাখা কর্তৃক ঋণ প্রদানের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ঋণ সরবরাহের স্বল্পতার কারণে শস্য উৎপাদন কোন ক্রমেই ব্যাহত না হয়। সার্বিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় পাক্ষিক/মাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাখা/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবে এবং সময়ে সময়ে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০.০২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রকৃত কৃষকদের স্বার্থে গৃহীত কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনিটরিং কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগে মনিটরিং উপবিভাগ এবং শাখা অফিসসমূহে মনিটরিং ইউনিট কাজ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ মনিটরিং কার্যক্রমের মূল দিকগুলি নিম্নরূপ ঃ

- তফসিলী ব্যাংকসমূহ থেকে কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বলিত মাসিক বিবরণী সংগ্রহের মাধ্যমে অফ-সাইট (off-site) মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (ডিবিআই) কর্তৃক তফসিলী ব্যাংকসমূহের অন্যান্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অন-সাইট (on-site) মনিটরিং সম্পন্ন করা হয়। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিভাগ হতেও সময় সময় নমুনা ভিত্তিতে কৃষি ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই করা হচ্ছে।

- কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করার জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর সাথে মাসিক ভিত্তিতে এবং বেসরকারী ব্যাংকগুলোর সাথে দ্বিমাসিক ভিত্তিতে মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের সভাপতিত্বে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা, ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও তার গুনগত মান নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

- অনেক বেসরকারী ব্যাংক শাখা স্বল্পতার দরুণ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (এমএফআই) এর মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করছে বিধায়, এমএফআই-এর মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের বিতরণকৃত কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতা পর্যায়ে সরেজমিনে যাচাই করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তাদের দাখিলকৃত রিপোর্ট/প্রতিবেদনসমূহ যাচাই বাছাই সহ বাংলাদেশ ব্যাংক নিজেও নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া কিছু কিছু ব্যাংক অকৃষি খাতে ঋণ বিতরণ করে কৃষি ঋণ হিসাবে প্রদর্শন করায় বাংলাদেশ ব্যাংক সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে সেগুলো কৃষি ঋণের বিবরণী থেকে বাদ দিয়েছে।

- জেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভায় বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যাংক অথবা উক্ত অঞ্চলে কর্মরত তাদের মনোনীত এমএফআই'র প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাসমূহে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকেন।

- ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংকসমূহকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। গত দুই বছরে ব্যাংকসমূহ ব্যাপকভাবে এ ধরণের প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকছেন।

- নির্দিষ্ট কিছু ফসলে (ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা) রেয়াতী সুদ হারে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাপক প্রচারণার ফলে কৃষকদের মাঝে এ জাতীয় ফসল চাষ করার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি এই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার ফলে এই খাতে ২০১০-১১ অর্থবছরে ৯৬ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭০.৬০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। যার প্রভাব বাজারে কিছুটা হলেও দেখা যাচ্ছে। বর্তমান অর্থবছরেও এ উদ্যোগ চলমান থাকবে।

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারি/বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ গ্রহীতার মোবাইল ফোন নম্বর সংগ্রহ করে ঋণ প্রাপ্তিতে স্বচ্ছতা, ঋণের ব্যবহার, ব্যাংক শাখার সহযোগিতা প্রভৃতি বিষয়ে সরাসরি ঋণ গ্রহীতা কৃষকদের সাথে সময় সময় যোগাযোগ করে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। গভর্নর মহোদয়ও সরাসরি কৃষকদের সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ মনিটরিং এর এ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

- কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি ঋণের সমস্যা, সুবিধা, অসুবিধা, অভিযোগ একটি নির্দিষ্ট মোবাইল ফোন নম্বরের মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেলিফোন মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখা, ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয় বা প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। লিখিত অভিযোগ বা উপরোক্ত টেলিফোন মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গুরুতর অভিযোগগুলি সরেজমিনে যাচাই করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

১০.০৩। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে স্থাপিত 'হেল্পডেস্ক'-এর সহায়তা গ্রহণ

সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বরিশাল, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর অফিসে "হেল্পডেস্ক" স্থাপন করা হয়েছে। ব্যাংকের নিয়মনীতির মধ্য থেকে কোনো সেবা পেতে কোনো উদ্যোক্তা বা গ্রাহক যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসের হেল্পডেস্কের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত বিষয়েও কোনো অভিযোগ/সমস্যায় কিংবা কোনো তথ্যের প্রয়োজনে গ্রাহক/সংশ্লিষ্টরা হেল্পডেস্কের সহায়তা নিতে পারেন। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকভবনে রক্ষিত অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

জনসাধারণ ও সংশ্লিষ্টদের সুবিধার্থে হেল্পডেস্কসমূহের ফোন নম্বর, মোবাইল ও ফ্যাক্স নম্বর নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

প্রধান কার্যালয়

ফোনঃ ০২-*7120935*, মোবাইলঃ ০১৭৫৫৫৩২৫৫০, ফ্যাক্সঃ ০২-৭১১০০৭১, ইমেইল bb.helpdesk@bb.org.bd

শাখা অফিসসমূহ

কার্যালয়	ফোন	মোবাইল	ফ্যাক্সঃ
চট্টগ্রাম অফিস	০৩১-৬১৬৮০০	০১৫৫৭৩৪৭০৮৯	০৩১-৬৩৪৭৭৬
খুলনা অফিস	০৪১-৭৩২৫৩৯	০১৭৫৫৫০৪৫৬১	০৪১-৭২৫৫৭৭
রাজশাহী অফিস	০৭২১-৭৭২৮৭১	০১৭২০৪৬৪৯৭৬	০৭২১-৭৭৫৭৯২
সিলেট অফিস	০৮২১-৭২৫৪৫৯	০১৭৫৫৫৩৪২৯৭	০৮২১-৭১৫৬৮৭
বরিশাল অফিস	০৪৩১-২১৭৪৫০৫	০১৭৫৭৪৩৬৬৬৭	০৪৩১-৬৪২৭১
বগুড়া অফিস	০৫১-৫১৬১৭	০১৭১*0*৪৩৭৪৭৯	০৫১-৫১১৯০
রংপুর অফিস	০৫২১-৬১০৩৭	০১৭৫৫৫০৭৫৪৭	০৫২১-৬৪৮২৯

১০.০৪। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কর্তৃক মনিটরিং

মাঠ পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় জেলা কৃষি ঋণ কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। এ পদ্ধতির আওতায় কোন্ ইউনিয়নে কোন্ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক বা বিশেষায়িত ব্যাংক শাখা কৃষি ঋণ বিতরণ করবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া আছে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকি এবং সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ এবং কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে কৃষি ঋণ কমিটি গঠন ও সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি কার্যকর ব্যবস্থাও এই পদ্ধতির আওতায় চালু আছে। প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসক হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সভাপতি এবং প্রত্যেক জেলায় সুনির্দিষ্ট একটি ব্যাংক লীড ব্যাংক হিসেবে স্ব স্ব জেলার কৃষি ঋণ কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। জেলা কৃষি ঋণ কমিটি মাসিক ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্ব-স্ব জেলার কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তদারকি এবং সমন্বয়ের এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংকের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ বাধ্যতামূলক। জেলা পর্যায়ে বেসরকারি ব্যাংকসমূহের অনেকের শাখা থাকলেও অনেক বেসরকারি ব্যাংকের অনেক জেলাতে শাখা নেই। বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখা নেটওয়ার্ক আরও সীমিত। বর্তমানে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহ তাদের শাখার মাধ্যমে এবং/অথবা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অনুমোদনপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs) সমূহের সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করছে।

সকল ব্যাংকের অংশগ্রহণে কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষি ঋণ কার্যক্রমকে আরও সমন্বিত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন।

লীড ব্যাংক পদ্ধতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিদ্যমান কাঠামোর অন্যান্য সকল দিক অপরিবর্তিত রেখে জেলা কৃষি ঋণ কমিটিতে বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিম্নোক্তভাবে নির্ধারিত হবেঃ-

	কোনো জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের শাখার অবস্থা	**উক্ত জেলায় সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অবস্থা**	**উক্ত জেলার কৃষি ঋণ কমিটিতে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি ও বিদেশী ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব**
ক	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের শাখা রয়েছে	সংশ্লিষ্ট জেলায় শুধুমাত্র নিজস্ব শাখার মাধ্যমে কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলার 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার পাশাপাশি ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান নিজস্ব শাখা/জোনের পাশাপাশি উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি/পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
		নিজস্ব শাখার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয় না তবে, ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	সংশ্লিষ্ট জেলায় ব্যাংকের শাখা/জোনের প্রধান উক্ত জেলায় MFIs পার্টনারশিপ সংশ্লিষ্ট কৃষি/পল্লী ঋণের তথ্যসহ 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
খ	সংশ্লিষ্ট জেলায় যে ব্যাংকের কোনো শাখা নেই	সংশ্লিষ্ট জেলায় নিজস্ব শাখা না থাকলেও ব্যাংকটির উদ্যোগে Credit Wholesaling এর আওতায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলায় কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়।	ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান (MFIs)-এর স্থানীয় সমন্বয়কারী ব্যাংকটির পক্ষে 'জেলা কৃষি ঋণ কমিটি'তে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

১১.০। কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় ঃ

১১.০১ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ের গুরুত্ব

ঋণ পরিশোধের জন্য কিস্তি এবং সময়সীমা সংশ্লিষ্ট শাখা/আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ এসঙ্গে সংযুক্ত ঋণ পরিশোধসূচীর আলোকে নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। ফসল তোলার মৌসুম শুরু হওয়ার পর তথা বিপণনের সময় ব্যাংক শাখা ঋণ আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কৃষি ঋণের সার্বিক আদায়ের হার গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনয়ন করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে, ঋণ আদায় না হলে বিতরণ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ঋণ মওকুফের মানসিকতা যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে; কারণ ঋণ মওকুফ করা হলে পরবর্তীতে গ্রাহকদের মধ্যে ঋণ পরিশোধে অনাগ্রহ দেখা দেয়। তবে দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ঋণ আদায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শক্রমে সাময়িকভাবে স্থগিত/বিলম্বিত করা যাবে। ব্যাংকসমূহকে ঋণ শ্রেণীবিন্যাসকরণের প্রেক্ষিতে আর্থিক ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে হবে, যাতে কৃষি ঋণের জন্য তারল্য সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

১১.০২ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় সংক্রান্ত সচেতনতা

কৃষি ঋণ আদায়ের গুরুত্ব উল্লেখ করে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১১.০৩ কৃষি/পল্লী ঋণ আদায়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

কৃষি/পল্লী ঋণ আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

ক) ঋণ আদায়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে উৎসাহ/আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব নীতিমালার আলোকে আর্থিক বা অন্য যে কোন প্রকার প্রশংসাপত্র/পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

খ) সময়মত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে সুদের ক্ষেত্রে রিবেট প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

গ) দীর্ঘদিন অনিস্পন্ন থাকা সার্টিফিকেট মামলাসমূহ নিস্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে এককালীন পরিশোধের জন্য প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রেণীকৃত ঋণসমূহ প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে পরামর্শক্রমে পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঙ) যে সমস্ত শাখার মেয়াদোত্তীর্ণ/খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি সে সব শাখার ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে পৃথক 'আদায় সেল' গঠন করা যেতে পারে।

চ) কৃষি ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কৃষক সমাগম হয় এমন এলাকায় পূর্ব হতে প্রচার চালিয়ে 'কৃষি ঋণ আদায় ক্যাম্প"-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

ছ) কৃষি ঋণ আদায়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিত করা যেতে পারে।

১২.০। কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত তথ্যের সহজলভ্যতা

কৃষি ঋণ সংক্রান্ত প্রোডাক্ট এবং সুবিধাসমূহ জনসাধারণের কাছে সহজে পৌঁছানোর স্বার্থে তা ব্যাংকসমূহের স্ব স্ব ওয়েবসাইটসহ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করতে হবে। কৃষি ঋণ বিতরণে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নের উদ্দেশ্যে কৃষি ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য শাখার নোটিশবোর্ডে সংরক্ষণ ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে।

১৩.০ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা

শিল্প ক্ষেত্রে অতি মাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসসহ বিভিন্ন গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ফলে বিশ্বজুড়ে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিসহ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা এবং প্রকোপ সারা পৃথিবীতেই বাড়ছে। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি বাড়ার পাশাপাশি জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। ফলে অসময়ে খরা, বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির ঘটনাও ঘটছে। মূলত ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অন্যতম। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অনেক এলাকায় ইতোমধ্যে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে অনেক এলাকায় স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। কৃষি জমির অবক্ষয়ের ফলে এ সমস্যা আরো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক এলাকায় খরা বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং নদী ভাঙনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ পূর্ব থেকে থাকলেও ইদানিং এসবের প্রকোপ এবং ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক ফসল চাষের সময়ে তারতম্য দেখা দিচ্ছে; অনেক এলাকায় প্রচলিত চাষাবাদে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

যেহেতু ফসলের ক্ষতি হলে প্রদত্ত কৃষি ঋণ আদায় ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেহেতু ব্যাংকসমূহ কৃষিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন্য নিজেরা সচেতন হওয়ার পাশাপাশি কৃষকদেরকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে ঃ

ক) এলাকা ভেদে প্রয়োজনে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের সময়সীমায় কিছুটা পরিবর্তন আনতে হতে পারে

খ) লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষ

গ) জলাবদ্ধ ও বন্যা প্রবণ এলাকায় পানি-সহিষ্ণু ফসল চাষ

ঘ) খরা প্রবণ এলাকায় খরা-সহিষ্ণু ফসল চাষ

ঙ) বিপুল ফলন হ্রাস ও ফসল হানি এড়াতে খরার সময় সম্পূরক সেচ প্রদান

চ) সেচ কাজের জন্য ভূ-নিম্নস্থ পানির পরিবর্তে ভূ-উপরিস্থিত পানির ব্যবহার উৎসাহিত করণ

ছ) রাসায়নিক সার ও কীটনাশককের পরিবর্তে জৈব সার ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে বালাই/কীট নাশ করণ

জ) বৃক্ষ নিধন করে বা পাহাড় কেটে প্রস্তুতকৃত জমিতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকসমূহ রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করবে

ঝ) স্বাভাবিকভাবে বন্যামুক্ত বছরে বাড়ির ভিটায় ফলমূল, শাক-সব্জি চাষাবাদ, সামাজিক বনায়ন, পশুপালন এবং বসতবাড়িতে হাঁস - মুরগি পালন ও বাগান উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনক্ষমতা সম্পন্ন ফসলের একটি তালিকা নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	ফসল	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের সামর্থ্য	মওসুম
১	বারিগম-২৫	লবণাক্ততা সহিষ্ণু	রবি
২	পাট কেনাফ-৩ (বট কেনাফ) ও ৪	জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু	খরিফ-১
৩	ইক্ষু-৩৯	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু	অক্টোবর-ডিসেম্বর
৪	ইক্ষু-৪০	খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু	অক্টোবর-ডিসেম্বর
৫	বারিগম-২৬	তাপ সহিষ্ণু এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল	রবি
৬	বারি চিনাবাদাম-৯	উচ্চ ফলন ও স্বল্প মেয়াদী	রবি ও খরিফ
৭	বারি আম-৫	উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত	খরিফ (মে)
৮	বারি আম-৬	উচ্চ ফলনশীল মৌসুমী জাত	খরিফ (জুন)
৯	বারি আম-৭	উচ্চ ফলনশীল মৌসুমী জাত	খরিফ (জুন)
১০	বারি আম-৮ (বহু শ্রেণি)	উচ্চ ফলনশীল নাবী জাত	খরিফ (জুলাই)
১১	বারি লাউ-৩	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য	রবি
১২	বারি লাউ-৪	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য	রবি ও খরিফ
১৩	বারি-রাম্বুটান	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য	খরিফ (জুলাই)

উপরোক্ত ফসলসমূহের মধ্যে যেগুলো কৃষি ঋণ নিয়মাচারে নেই সেগুলিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কৃষি বিশেষজ্ঞ/কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শক্রমে ঋণ নিয়মাচার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

১৪.০ । সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ

কৃষি ঋণ বিতরণ বর্তমানে সকল ব্যাংকের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু, নীতিমালায় অনেক নতুন বিষয় সংযোজন এবং বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের বিষয়টি নতুন হওয়ার কারণে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত নীতিমালা এবং অগ্রাধিকার খাতসমূহসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ব্যাপারে মাঠ পর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকারদের মাঝে আরো বেশি সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাঝে কৃষি/পল্লী ঋণ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ, কর্মশালার আয়োজনসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

১৫.০। তথ্য বিবরণী সরবরাহ

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক কৃষি/পল্লী ঋণ সংক্রান্ত নির্ভুল তথ্য/বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে সময়মত সরবরাহ করবে । দ্বৈত-গণনা (double-counting) এড়াতে এসএমই খাতে প্রদর্শিত কোনো ঋণ কৃষি খাতে প্রদর্শন করা যাবে না। এছাড়া, সময় সময় যাচিত কৃষি ঋণ সংক্রান্ত তথ্য দ্রুততম সময়ে প্রদান করতে হবে।

১৬.০। কৃষি/পল্লী ঋণ কার্যক্রমে সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রণোদনা

কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাফল্য হিসেবেও দেখা হবে। ফলে, এ অর্জনকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা, অনুমোদিত ডিলার শাখা, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যতম ইতিবাচক মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক CAMELS Rating এর ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কৃষি ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোর performance-কেও বিবেচনা করা হবে। বিশেষ তারল্য সমর্থনের ক্ষেত্রেও কৃষি ঋণ কার্যক্রমে পারদর্শী ব্যাংকগুলো অগ্রাধিকার পাবে।

১৭.০। ব্যাংকসমূহের স্ব-স্ব কৃষি/পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন

উপরোক্ত নীতিমালা ও কর্মসূচীর আলোকে প্রত্যেক ব্যাংক তাদের নির্ধারিত কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য একটি নিজস্ব বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীর বিস্তারিত প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী জারি করবে।

বার্ষিক কৃষি/পল্লী ঋণ কর্মসূচীঃ খাত/উপখাত

১। স্বল্প মেয়াদি ঋণ

১.১। ফসল ঋণ (চা ব্যতীত)

(ক) রোপা আমন

(খ) রবি ফসল

১) বোরো

২) গম

৩) আলু

৪) আখ

৫) সরিষা/বাদাম

৬) অন্যান্য রবি ফসল

(ডাল,শীতকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

গ) গ্রীষ্মকালীন ফসল

১) আউশ/বোনা আমন

২) পাট

৩) ভুট্টা

৪) অন্যান্য গ্রীষ্মকালীন ফসল (তিল, গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জি ইত্যাদি)।

(ঘ) তুলা

(ঙ) অন্যান্য ফসল (আদা, কচু ইত্যাদি)।

১.২। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

(ক) মৎস্য চাষ

(খ) চিংড়ি চাষ

(গ) একুয়াকালচার

(ঘ) রেণু উৎপাদন

১.৩। লবণ চাষ

১.৪। অন্যান্য স্বল্প মেয়াদি কর্মকান্ড (কলা চাষ ও বিবিধ)।

১.৫। শস্যগুদাম ও বাজারজাতকরণ।

২। মেয়াদি ঋণ

২.১। সেচ যন্ত্রপাতি

ক) গভীর নলকূপ

খ) অগভীর নলকূপ

গ) এল এল পি

ঘ) হস্তচালিত নলকূপ/ওয়াটার পাম্প/ ট্রেডল পাম্প।

২.২। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

ক) হালের গরু/মহিষ

খ) প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন

১) গরু মোটাতাজাকরণ

২) দুগ্ধ খামার

৩) ছাগল /ভেড়ার খামার

গ) হাঁস/ মুরগির খামার (পোলট্রি)

২.৩। কৃষি যন্ত্রপাতি

ক) পাওয়ার টিলার

খ) ট্রাক্টর

গ) ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের যন্ত্র

ঘ) অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি

২.৪। নার্সারী ও উদ্যানভিত্তিক ফসল (কলা, আনারস, বাউকুল ইত্যাদি)।

২.৫। পান বরজ।

২.৬। মাশরুম চাষ

২.৭। আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড

২.৮ । গ্রামীণ পরিবহন (নৌকা, রিক্সা, ভ্যান, গরুর গাড়ি ইত্যাদি) ।

২.৯। জলমহল ব্যবস্থাপনা।

২.১০। অন্যান্য মেয়াদি কর্মকান্ড (রেশমগুটি উৎপাদন, লাক্ষাগাছ, খয়েরগাছ উৎপাদন, রেশম চাষ, তুঁত গাছ চাষ ইত্যাদি)।

২০১১-১২ অর্থবছরে ব্যাংকসমূহের জন্য কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
ক.	**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক**	
১	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৪,৬০০.০০
২	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১,২২০.০০
	উপ সমষ্টি	***৫৮২০.০০***
খ.	**রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক**	
১	সোনালী ব্যাংক লিঃ	১,১৫০.০০
২	জনতা ব্যাংক লিঃ	৭৫০.০০
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	৬৬০.০০
৪	রূপালী ব্যাংক লিঃ	১৩০.০০
	উপ সমষ্টি	***২৬৯০.০০***
M.	**বিদেশী ব্যাংক ঃ**	
১	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	১৭৪.০০
২	ব্যাংক আল-ফালাহ লিঃ	১১.০০
৩	কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লিঃ	২১.০০
৪	সিটি ব্যাংক এন এ	২০০.০০
৫	হাবিব ব্যাংক লিঃ	৬.০০
৬	এইচএসবিসি	৯৯.০০
৭	ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯.০০
৮	স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৬.০০
৯	উরি ব্যাংক	১.০০
	উপ সমষ্টি	***৫৪৭.০০***

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা
ঘ.	**বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ঃ**	
১	প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৯৬.০০
২	এবি ব্যাংক লিঃ	১৭২.০০
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১২২.০০
৪	ব্যাংক এশিয়া লিঃ	১৫১.০০
৫	বেসিক ব্যাংক লিঃ	৯৯.০০
৬	বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৮.০০
৭	ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ	১৭১.০০
৮	ঢাকা ব্যাংক লিঃ	১২৮.০০
৯	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ	১৪১.০০
১০	ইস্টার্ণ ব্যাংক লিঃ	১১৪.০০
১১	এক্সিম ব্যাংক লিঃ	১৭৯.০০
১২	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১১৩.০০
১৩	আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ	৯৭.০০
১৪	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ	১,০০০.০০
১৫	যমুনা ব্যাংক লিঃ	১০৪.০০
১৬	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	১৪৩.০০
১৭	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৮৫.০০
১৮	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	১৮৯.০০
১৯	এনসিসিবি লিঃ	১২৯.০০
২০	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	৮৭.০০
২১	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	২৩২.০০
২২	পূবালী ব্যাংক লিঃ	১৬৯.০০
২৩	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	১৩৫.০০
২৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	৮০.০০
২৫	সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ	১৯৬.০০
২৬	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ	১০৫.০০
২৭	দি সিটি ব্যাংক লিঃ	১১৫.০০
২৮	ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ	৭৮.০০
২৯	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	১৯৮.০০
৩০	উত্তরা ব্যাংক লিঃ	৯৭.০০
	উপ সমষ্টি	***৪৭৪৩.০০***

সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা	**১৩,৮০০.০০**

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪১৮-১৯ বাং/২০১১-১২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(ক) দানা শস্য ঃ												
১	আউশ (উফশী)	৩৫০০	৬০০	৬০০	৫০০	২৫০০	৭০০০	৩০০০	১৭৭০০	১৭৭০০	৮৮৫০০	২৯৫০
২	আউশ (স্থানীয়)	১৬০০	৪০০	০	৩৫০	১৮০০	৫০০০	২৫০০	১১৬৫০	১১৬৫০	৫৮২৫০	১৯৪১
৩	রোপা আমন (উফশী)	৩৮০০	৬০০	১২০০	৭০০	২৭০০	৭৫০০	৪০০০	২০৫০০	২০৫০০	১০২৫০০	৩৪১৬
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৮৫০	৫৫০	০	৩০০	১৮০০	৫৫০০	৩০০০	১৩০০০	১৩০০০	৬৫০০০	২১৬৬
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৬০০	৪০০	০	৩০০	১৮০০	৫০০০	৩০০০	১২১০০	১২১০০	৬০৫০০	২০১৬
৬	বোরো (হাইব্রিড)	৬০০০	১৩৫০	৬০০০	৮০০	২৭০০	৯০০০	৪৫০০	৩০৩৫০	৩০৩৫০	১৫১৭৫০	৫০৫৮
৭	বোরো (উফশী)	৫৫০০	৬০০	৬০০০	৮০০	২৭০০	৮৫০০	৪৫০০	২৮৬০০	২৮৬০০	১৪৩০০০	৪৭৬৬
৮	বোরো (স্থানীয়)	২১০০	৫৫০	২৫০০	৩০০	১৮০০	৫৫০০	৩০০০	১৫৭৫০	১৫৭৫০	৭৮৭৫০	২৬২৫
৯	গম (সেচকৃত)	৪৩০০	৩০০০	১৫০০	৩৫০	২৫০০	৫৫০০	৩৩০০	২০৪৫০	২০৪৫০	১০২২৫০	৩৪০৮
১০	গম (সেচ বিহীন)	৩০০০	২৪৫০	০	৩৫০	২৫০০	৪০০০	৩০০০	১৫৩০০	১৫৩০০	৭৬৫০০	২৫৫০
১১	কাউন	১৭০০	২০০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৮০০	৯১৫০	৯১৫০	৪৫৭৫০	১৫২৫
১২	জোয়ার (সরগম)	১৭০০	২০০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৮০০	৯১৫০	৯১৫০	৪৫৭৫০	১৫২৫
১৩	বাজরা (পালমিলেট)	১৭০০	২৫০	৭০০	১৫০	১৮০০	২৮০০	১৮০০	৯২০০	৯২০০	৪৬০০০	১৫৩৩
১৪	বার্লি বা যব	১৪০০	২৫০	১০০০	২৫০	১৮০০	২৪০০	১৭০০	৮৮০০	৮৮০০	৪৪০০০	১৪৬৬
১৫	চিনা	১৭০০	২০০	৭০০	২৫০	১৮০০	২৮০০	১৭০০	৯১৫০	৯১৫০	৪৫৭৫০	১৫২৫
১৬	পাট	১৯০০	৩৮০	০	৬০০	২৫০০	৬৫০০	৩৫০০	১৫৩৮০	১৫৩৮০	৭৬৯০০	২৫৬৩
(খ) অর্থকরী ফসল ঃ												
১৭	শন	১০০০	১৫০	০	২৫০	১৫০০	১৮০০	১৬০০	৬৩০০	৬৩০০	৩১৫০০	১০৫০
১৮	আখ	১০৫০০	২৫০০	২৫০০	১৮০০	৩৫০০	৯৫০০	৫৫০০	৩৫৮০০	৩৫৮০০	৮৯৫০০	৫৯৬৬
১৯	পান	১৯৮০০	২৩৫০০	৩৫০০	১৫০০	৩২০০	২৭৫০০	৬০০০	৮৫০০০	৮৫০০০	৪২৫০০০	১৪১৬৬
২০	তুলা (আমেরিকান)	৬৫০০	২০০	১০০০	৩০০০	১৮০০	৩০০০	৩৫০০	১৯০০০	১৯০০০	৯৫০০০	৩১৬৬
২১	তুলা (কুমিল্লা পাহাড়ী)	১৪০০	১৫০	০	১২০০	১৪০০	০	৬৫০	৪৮০০	৪৮০০	২৪০০০	৮০০

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)									প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(গ) রবি ফসল ঃ												
২২	সীম	২৮০০	১০০	৫০০	৬০০	২৬০০	৭০০০	৩০০০	১৬৬০০	১৬৬০০	৮৩০০০	২৭৬৬
২৩	লাল শাক	২৫০০	২০০	৫০০	২০০	২০০০	৩৬০০	৩০০০	১২০০০	১২০০০	৬০০০০	২০০০
২৪	পালং শাক	২৩০০	৯০০	৫০০	২০০	২০০০	৩৬০০	৩০০০	১২৫০০	১২৫০০	৬২৫০০	২০৮৩
২৫	কলমী শাক	২৩০০	৮২৫	৫০০	৩০০	২০০০	৩৬০০	১৮০০	১১৩২৫	১১৩২৫	৫৬৬২৫	১৮৮৭
২৬	লাউ	২৭০০	১২৫	৬০০	৩০০	২০০০	৪৫০০	২০০০	১২২২৫	১২২২৫	৬১১২৫	২০৩৭
২৭	মুলা	৪৩০০	১৮০	১২০০	৩০০	২৫০০	৪৫০০	২০০০	১৪৯৮০	১৪৯৮০	৭৪৯০০	২৪৯৬
২৮	ফুলকপি	৪৩০০	৬০০	১৮০০	৬০০	২২০০	৯০০০	২০০০	২০৫০০	২০৫০০	১০২৫০০	৩৪১৬
২৯	বাঁধাকপি	৪৩০০	১০০০	১৮০০	৬০০	২২০০	৯০০০	২০০০	২০৯০০	২০৯০০	১০৪৫০০	৩৪৮৩
৩০	ওলকপি	৪৩০০	১৮০০	১২০০	৫০০	২২০০	৫০০০	২০০০	১৭০০০	১৭০০০	৮৫০০০	২৮৩৩
৩১	শালগম	৪৩০০	১৮০০	১২০০	৫০০	২২০০	৪৫০০	২০০০	১৬৫০০	১৬৫০০	৮২৫০০	২৭৫০
৩২	গাজর	৩৮০০	১৮০০	১২০০	৫০০	২২০০	৪৫০০	২০০০	১৬০০০	১৬০০০	৮০০০০	২৬৬৬
৩৩	মটরশুঁটি	২৩০০	১৬০০	০	৪০০	২০০০	৫০০০	২০০০	১৩৩০০	১৩৩০০	৬৬৫০০	২২১৬
৩৪	বরবটি	২৩০০	১৬০০	৫০০	৫০০	২০০০	৫০০০	২০০০	১৩৯০০	১৩৯০০	৬৯৫০০	২৩১৬
৩৫	লেটুস	২২৫০	৯০০	৬০০	২০০	২০০০	৪৫০০	২০০০	১২৪৫০	১২৪৫০	৬২২৫০	২০৭৫
৩৬	বেগুন	৬০০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২৫০০	৫৫০০	৩০০০	২০২০০	২০২০০	১০১০০০	৩৩৬৬
৩৭	টমেটো	৬০০০	২০০	১৫০০	১৫০০	২৫০০	৫৫০০	৩০০০	২০২০০	২০২০০	১০১০০০	৩৩৬৬
বিঃ দ্রঃ আমেরিকান তুলা চাষের জন্য টিএসপি সারের পরিবর্তে ডিএপি সার ব্যবহার করা হলে একর প্রতি ইউরিয়া ১০০ কেজির পরিবর্তে ৭৩ কেজি ব্যবহার করতে হবে।												
(ঘ) খরিপ সবজী ও মসলা জাতীয় ফসল ঃ												
৩৮	শশা	৩৮০০	২০০	৬০০	৪০০	২০০০	৫৫০০	২০০০	১৪৫০০	১৪৫০০	৭২৫০০	২৪১৬
৩৯	উচ্ছে/করল্লা	৩০০০	৫০০	৫০০	৪০০	২০০০	৬০০০	২০০০	১৪৪০০	১৪৪০০	৭২০০০	২৪০০
৪০	পটল	৩২০০	২০০০	৮০০	৪৫০	২৫০০	৫০০০	২৫০০	১৬৪৫০	১৬৪৫০	৮২২৫০	২৭৪১

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪১	ঢেঁড়স	২৯০০	২৬০	৭০০	৫০০	২০০০	৪০০০	২০০০	১২৩৬০	১২৩৬০	৬১৮০০	২০৬০
৪২	মিষ্টিকুমড়া	৩১০০	২০০	৫০০	৪০০	২০০০	৪০০০	২০০০	১২২০০	১২২০০	৬১০০০	২০৩৩
৪৩	চালকুমড়া	৩৩০০	১৫০	৫০০	৪০০	২০০০	৪০০০	২০০০	১২৩৫০	১২৩৫০	৬১৭৫০	২০৫৮
৪৪	কাকরোল	৪০০০	২০০০	৫০০	৬০০	২০০০	১০০০০	৩০০০	২২১০০	২২১০০	১১০৫০০	৩৬৮৩
৪৫	ঝিংগা	৩৭০০	৪০০	৫০০	৪০০	২০০০	৬০০০	২০০০	১৫০০০	১৫০০০	৭৫০০০	২৫০০
৪৬	চিচিঙ্গা	৩৭০০	৪০০	৫০০	৪০০	২০০০	৬০০০	২০০০	১৫০০০	১৫০০০	৭৫০০০	২৫০০
৪৭	ধুন্দুল	৩৬০০	৪০০	৫০০	৪০০	২০০০	৬০০০	২০০০	১৪৯০০	১৪৯০০	৭৪৫০০	২৪৮৩
৪৮	পুঁই	২৫০০	৪০০	৫০০	৪০০	২০০০	৫০০০	২০০০	১২৮০০	১২৮০০	৬৪০০০	২১৩৩
৪৯	ডাটা	২৫০০	৩০০	৫০০	৪০০	২০০০	৪০০০	২০০০	১১৭০০	১১৭০০	৫৮৫০০	১৯৫০
৫০	মরিচ	৬৫০০	১০০০	১২০০	১০০০	২৫০০	৬৫০০	২৫০০	২১২০০	২১২০০	১০৬০০০	৩৫৩৩
৫১	পেঁয়াজ	৮০০০	৪০০০	১২০০	৬০০	৩০০০	৬৫০০	৩০০০	২৬৩০০	২৬৩০০	১৩১৫০০	৪৩৮৩
৫২	রসুন	৭০০০	৮০০০	১২০০	৬০০	৩০০০	৬৫০০	৩০০০	২৯৩০০	২৯৩০০	১৪৬৫০০	৪৮৮৩
৫৩	আদা	৮৫০০	৫৫০০০	৭০০	৮০০	৩০০০	৭০০০	৩৫০০	৭৮৫০০	৭৮৫০০	৩৯২৫০০	১৩০৮৩
৫৪	হলুদ	৫৫০০	২৫০০০	৭০০	৫০০	৩০০০	৬০০০	৩৫০০	৪৪২০০	৪৪২০০	২২১০০০	৭৩৬৬
৫৫	জিরা	৩৬০০	১১০০	৫০০	৪০০	২০০০	৫৫০০	২০০০	১৫১০০	১৫১০০	৭৫৫০০	২৫১৬
(ঙ) ফল ঃ												
৫৬	কলা	১০৫০০	১২১০০	১৮০০	১২০০	৩০০০	৮০০০	৯০০০	৪৫৬০০	৪৫৬০০	২২৮০০০	৭৬০০
৫৭	পেঁপে	৯০০০	২৫০০	৭০০	৫০০	৩০০০	৮০০০	৯০০০	৩২৭০০	৩২৭০০	১৬৩৫০০	৫৪৫০
৫৮	আনারস (রবি)	৮০০০	১৬৫০০	১৪০০	৫০০	৩০০০	৯০০০	৯০০০	৪৭৪০০	৪৭৪০০	২৩৭০০০	৭৯০০
৫৯	আনারস (খরিপ)	৮০০০	১৬৫০০	৭০০	৫০০	৩০০০	৯০০০	৯০০০	৪৬৭০০	৪৬৭০০	২৩৩৫০০	৭৭৮৩
৬০	তরমুজ	৬৮০০	৩৫০০	২০০০	১০০০	৩০০০	৮০০০	৪৫০০	২৮৮০০	২৮৮০০	১৪৪০০০	৪৮০০
৬১	বাংগী	৩৬০০	৪০০	৭০০	৫০০	৩০০০	৭০০০	৪৫০০	১৯৭০০	১৯৭০০	৯৮৫০০	৩২৮৩
৬২	আম	১৪৩০০	১৫০০০	৬০০০	৩০০০	৫০০০	৬০০০	২০০০০	৬৯৩০০	৬৯৩০০	৩৪৬৫০০	১১৫৫০
৬৩	লিচু	১৪৩০০	৬০০০	৬০০০	৩০০০	৫০০০	৩০০০	২০০০০	৫৭৩০০	৫৭৩০০	২৮৬৫০০	৯৫৫০
৬৪	বাউকুল/আপেলকুল	৪২৮০০	৩৮৪০০	৬০০০	৩০০০	১১০০০	৪৫০০০	১৫০০০	১৬১২০০	১৬১২০০	৮০৬০০০	২৬৮৬৬

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
(চ) কন্দল শস্য ঃ												
৬৫	ধৈঞ্চা	০	৩০০	০	০	১২০০	১২০০	০	২৭০০	২৭০০	১৩৫০০	৪৫০
৬৬	আলু (উফশী)	১০৩০০	২৮০০০	২৫০০	৩০০০	৩০০০	৭০০০	৫০০০	৫৮৮০০	৫৮৮০০	১৪৭০০০	৯৮০০
৬৭	আলু (স্থানীয়)	৫০০০	১৮০০০	১২০০	৫০০	৩০০০	৫০০০	৩৫০০	৩৬২০০	৩৬২০০	৯০৫০০	৬০৩৩
৬৮	মিষ্টি আলু	২৭০০	২০০০	৮০০	৪০০	৩০০০	৪০০০	২৫০০	১৫৪০০	১৫৪০০	৩৮৫০০	২৫৬৬
৬৯	কচু	২৭০০	২০০০	৫০০	৫০০	৩০০০	৩৫০০	২৫০০	১৪৭০০	১৪৭০০	৭৩৫০০	২৪৫০
৭০	ওলকচু	২৭০০	৩০০০	৫০০	৫০০	৩০০০	৩৫০০	২৫০০	১৫৭০০	১৫৭০০	৭৮৫০০	২৬১৬
(ছ) তৈল বীজ ঃ												
৭১	সরিষা (উফশী)	৩৮০০	৩০০	১২০০	৬০০	৩০০০	৩০০০	২৫০০	১৪৪০০	১৪৪০০	৭২০০০	২৪০০
৭২	সরিষা (স্থানীয়)	৩২০০	২৫০	১০০০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২৫০০	১২৯৫০	১২৯৫০	৬৪৭৫০	২১৫৮
৭৩	চিনাবাদাম (খরিপ-১)	৩৪০০	১৫০০	০	৫০০	২২০০	৩০০০	২৫০০	১৩১০০	১৩১০০	৬৫৫০০	২১৮৩
৭৪	চিনাবাদাম (খরিপ-২)	৩৪০০	১৫০০	০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২৫০০	১৩৬০০	১৩৬০০	৬৮০০০	২২৬৬
৭৫	চিনাবাদাম (রবি)	৩৪০০	১৫০০	১০০০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২৫০০	১৪৬০০	১৪৬০০	৭৩০০০	২৪৩৩
৭৬	সূর্যমূখী (খরিপ-১)	৩৫০০	৩০০	৮০০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২০০০	১২৮০০	১২৮০০	৬৪০০০	২১৩৩
৭৭	সূর্যমূখী (খরিপ-২)	৩৫০০	৩০০	৮০০	৫০০	২৭০০	৩০০০	২০০০	১২৮০০	১২৮০০	৬৪০০০	২১৩৩
৭৮	সূর্যমূখী (রবি)	৩৫০০	৮০০	১২০০	৫০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১৪০০০	১৪০০০	৭০০০০	২৩৩৩
৭৯	তিল (খরিপ)	৩০০০	২০০	৫০০	৩০০	৩০০০	২০০০	২০০০	১১০০০	১১০০০	৫৫০০০	১৮৩৩
৮০	তিল (রবি)	৩০০০	২০০	১০০০	৩০০	৩০০০	২২০০	২০০০	১১৭০০	১১৭০০	৫৮৫০০	১৯৫০
৮১	কুসুম ফুল	২৪০০	১৫০	৫০০	৩০০	৩০০০	২০০০	২০০০	১০৩৫০	১০৩৫০	৫১৭৫০	১৭২৫
৮২	তিসি	২৪০০	১৫০	৫০০	৩০০	৩০০০	২০০০	২০০০	১০৩৫০	১০৩৫০	৫১৭৫০	১৭২৫
(জ) ডাল শস্য ঃ												
৮৩	সয়াবিন (খরিপ)	৩৪০০	৯০০	০	৮০০	৩০০০	৩০০০	২৫০০	১৩৬০০	১৩৬০০	৬৮০০০	২২৬৬
৮৪	সয়াবিন (রবি)	৩৪০০	৯০০	১০০০	৮০০	৩০০০	৩০০০	২৫০০	১৪৬০০	১৪৬০০	৭৩০০০	২৪৩৩
৮৫	মুগডাল (খরিপ-১)	১৬০০	১০০০	০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২০০০	১০৬০০	১০৬০০	৫৩০০০	১৭৬৬

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৮৬	মুগডাল (খরিপ-২)	১৬০০	১০০০	০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২০০০	১০৬০০	১০৬০০	৫৩০০০	১৭৬৬
৮৭	মুগডাল (রবি)	১৬০০	১০০০	০	৫০০	২৫০০	৩০০০	২০০০	১০৬০০	১০৬০০	৫৩০০০	১৭৬৬
৮৮	মাসকলাই (খরিপ-১)	১৬০০	৯০০	০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	১৬৬৬
৮৯	মাসকলাই (খরিপ-২)	১৬০০	৯০০	০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	১৬৬৬
৯০	মাসকলাই (রবি)	১৬০০	৯০০	০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০০	১৬৬৬
৯১	ছোলা	১৭০০	১১০০	৭০০	৭০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১১২০০	১১২০০	৫৬০০০	১৮৬৬
৯২	অড়হর	১৪০০	৩০০	০	৫০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	৯২০০	৯২০০	৪৬০০০	১৫৩৩
৯৩	মসুর	১৮০০	১২০০	৭০০	৬০০	২৫০০	২৫০০	২০০০	১১৩০০	১১৩০০	৫৬৫০০	১৮৮৩
৯৪	খেসারী	১৬০০	৮০০	০	৫০০	২২০০	২৫০০	১৮০০	৯৪০০	৯৪০০	৪৭০০০	১৫৬৬
৯৫	মটর	২০০০	৬০০	০	৫০০	২২০০	২৫০০	২০০০	৯৮০০	৯৮০০	৪৯০০০	১৬৩৩
৯৬	গোমটর	২৪০০	৫০০	০	৫০০	২২০০	২৫০০	২০০০	১০১০০	১০১০০	৫০৫০০	১৬৮৩
৯৭	ভুট্টা (খরিপ)	৮০০০	১২০০	৫০০	৬০০	২৫০০	৩০০০	২৫০০	১৮৩০০	১৮৩০০	৯১৫০০	৩০৫০
৯৮	ভুট্টা (রবি)	৮৫০০	১২০০	১৫০০	৭০০	৩০০০	৬০০০	৩৫০০	২৪৪০০	২৪৪০০	১২২০০০	৪০৬৬
৯৯	ভুট্টা (হাইব্রিড)	১০৫০০	১৫০০	১৫০০	৭০০	৩০০০	৬০০০	৩৫০০	২৬৭০০	২৬৭০০	১৩৩৫০০	৪৪৫০
১০০	কমলা লেবু (নতুন বাগান সৃজন)	১৩৫০০	৬৫০০	২৭০০	১৮০০	৫০০০	৫৫০০	৬০০০	৪১০০০	৪১০০০	২০৫০০০	৬৮৩৩
১০১	কমলা লেবু (পুরাতন বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি)	১৬৫০০	০	৩০০০	৩০০০	২৫০০	৬০০০	৬০০০	৩৭০০০	৩৭০০০	১৮৫০০০	৬১৬৬
১০২	স্ট্রবেরী	১২৫০০	১৮০০০০	৬০০০	৯০০০	৪০০০	৬০০০	১৮০০০	২৩৫৫০০	২৩৫৫০০	৫৮৮৭৫০ (সর্বোচ্চ ঋণের ২.৫ একরের জন্য)	৩৯২৫০

বিঃ দ্রঃ একজন কৃষক কৃষির অপর কোন খাতে ঋণ গ্রহণ করে খেলাপি না হলে একই কৃষককে রেয়াতি ৪% সুদ হারে ডাল, তেলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল এবং ভুট্টা চাষ খাতে ঋণ দেওয়া যাবে ।

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)										
		সুষম সার	বীজ	সেচ	কীটনাশক	জমি তৈরী যান্ত্রিক/হাল	শ্রম	মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বোচ্চ ৫ একর এবং আখ ও আলুর জন্য সর্বোচ্চ ২.৫ একর এর জন্য ঋণের পরিমাণ	প্রতি ঋণ গ্রহিতার জন্য সর্বনিম্ন ০.৫০ বিঘার জন্য ঋণের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০৩	মৌচাষ	মৌমাছিসহ ৫০টি বাক্স তৈরী খরচ ২৪০০*৫০=১২০০০০					৩২০০০	বাক্স পরিবহন ও অন্যান্য ৩০০০০	১৮২০০০	১৮২০০০	১৮২০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ)	৩৬৪০০ (সর্বনিম্ন)
১০৪	আগর	৬৬০০	১২০০০	৫০০০	৫০০০	১২০০০	১০০০০	১৫০০০	৬৫৬০০	৬৫৬০০	১৬৪০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	১০৯৩৩ (সর্বনিম্ন)
১০৫	পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন	৯৯০০	২৪৩০০	২০০০	৩০০০	৩০০০	১৫০০০	১০০০০	৬৭২০০	৬৭২০০	১৬৮০০০ (সর্বোচ্চ ঋণ ২.৫ একরের জন্য)	১১২০০ (সর্বনিম্ন ঋণ)
১০৬	ওয়েল পাম	৪৫০০	৩০০	১০০০০	২৫০০	৩৬০০	৮০০০	১২০০০	৪০৯০০	৪০৯০০	১০২২৫০ (২.৫ একরের জন্য)	৬৮১৬
১০৭	মাশরুম বীজ উৎপাদন	অটোক্লেভ ৩টি ১৫০০০০	ক্লিনবেঞ্চ ১টি ১০০০০০	এয়ার কন্ডিশনার ৩টি ১৫০০০০	র‍্যাক ২০টি লোহার তৈরী ২০০০০০	রানিংকষ্ট কাঠের গুড়া, গমের ভুসি ২০০০০	শ্রমিক ৩০০০০	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য ৭০০০০	খরচের বিবরণী সংযুক্ত ৯০০০০০	৯০০০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ৯০০০০০	সর্বনিম্ন ঋণ ৩০০০০০
১০৮	মাশরুম উৎপাদন (প্রতি মাসে ৫০০ কেজি)	র‍্যাক ২০টি ২০০০০০	রানিং কষ্ট ৬০০০০	শ্রমিক ১৫০০০	০	০	০	০	খরচের বিবরণী সংযুক্ত ২৭৫০০০	২৭৫০০০	সর্বোচ্চ ঋণ ২৭৫০০০	সর্বনিম্ন ঋণ ৯১৬৬৬

ফুল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪১৮-১৯বাং/২০১১-১২ ইং

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	একর প্রতি উৎপাদনের খরচ (টাকায়)											
		সুষম সার	বীজ/চারা	সেচ ও সেচ অবকাঠামো তৈরী	কীটনাশক/ বালাইনাশক	জমি তৈরী	শ্রম	সেড, নেটসহ অবকাঠামো তৈরী	মৌসুমওয়ারী জমির ভাড়া	মোট	একর প্রতি ঋণের পরিমাণ	সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ এক একরের জন্য	সর্বনিম্ন ঋণের পরিমাণ ১ বিঘার জন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		১০		১১	১২
১০৯	জারবেরা ফুল	৫৪৬৩০	৪২০০০০	২১০০০০	৩১২০০০	৫০০০০	২৪৬০০০	৪৭৫০০০	৩০০০০	১৭৯৭৬৩০	১৭৯৭৬৩০	১৭৯৭৬৩০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৫৯৯২১০
১১০	গোলাপ ফুল	৫৮২২০	১২০০০০	১৪৪০০	৩০৪০০	৫০০০	১৫০০০০	০	৩০০০০	৪০৮০২০	৪০৮০২০	৪০৮০২০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	১৩৬০০০
১১১	গ্লাডিওলাস ফুল	২৪৫৩০	২৪০০০০	৫০০০	২৫০০	৫০০০	৩০৫০০	০	৩০০০০	৩৩৭৫৩০	৩৩৭৫৩০	৩৩৭৫৩০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	১১২৫১০
১১২	রজনীগন্ধা ফুল	২১৩৮৫	১০০০০	৫০০০	১৫০০	৫০০০	২০০০০	০	৩০০০০	৯২৮৮৫	৯২৮৮৫	৯২৮৮৫ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে।	৩০৯৬১
১১৩	গাঁদা ফুল	১৯৮৪০	২৫০০০	৬০০০	২৫০০	৫০০০	৩০০০০	০	৩০০০০	১১৮৩৪০	১১৮৩৪০	১১৮৩৪০ ঋণ প্রদানের পূর্বে পরিকল্পনা, প্রাক্কলন ও বাস্তবতা যাচাই করতে হবে	৩৯৪৪৬

ফসল উৎপাদনের পঞ্জিকা ও ঋণ পরিশোধ সূচীঃ ১৪১৮-১৯বাং/২০১১-১২ইং

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(ক) দানা শস্য ঃ				
১	আউশ (উফশী)	১৯ মাঘ-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মে	১৬ আষাঢ়-১৫ ভাদ্র ১ জুলাই-৩১ আগষ্ট	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
২	আউশ (স্থানীয়)	১ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৬ আষাঢ়-১৫ শ্রাবণ ১ জুলাই-৩১ জুলাই	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৩	রোপা আমন (উফশী)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৪	রোপা আমন (স্থানীয়)	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৪ আশ্বিন ১ জুন-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫	বোনা আমন (স্থানীয়)	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩০মে	১৬ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৬	বোরো (উফশী/হাইব্রিড)	১৬ আশ্বিন-১৬ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩০ মার্চ	১৭ বৈশাখ-১৫ আষাঢ় ১ মে--৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৭	বোরো (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৫ আষাঢ় ১ এপ্রিল-৩০ জুন	১৪ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
৮	গম (সেচকৃত)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৫ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯	গম (সেচ বিহীন)	১৭ কার্তিক-১ পৌষ ১ নভেম্বর-১৬ ডিসেম্বর	১৮ মাঘ-১৭ ফাল্গুন ৩১ জানুয়ারী-১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
১০	কাউন	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১১	জোয়ার (সরগম)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১২	বাজরা (পালমিলেট)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৩	বার্লি যব	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
১৪	চিনা	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(খ) অর্থকরী ফসল ঃ				
১৫	পাট	৩ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১৫ ফেব্রুয়ারী-৩০ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৬	ছন	৩ ফাল্গুন-১ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৫ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ-৩০ ভাদ্র ১৫ জুন-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
১৭	আখ	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ (পরের বছর)
১৮	পান	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
*** তুলা ঃ**				
ক)	আমেরিকান জাতের তুলা, ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ	১৭ আষাঢ়-১৫ আশ্বিন ১ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১ পৌষ-১ চৈত্র ১৫ ডিসেম্বর-১৫ মার্চ	১৬ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
খ)	কুমিল্লা তুলা-বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	১৮ চৈত্র- ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১ অগ্রহায়ণ-১৭ পৌষ ১৫ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ

বিঃ দ্র ঃ অঞ্চলভেদে শস্য বপণ/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃ রোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
(গ) রবি সব্জী ঃ				
১৯	সীম	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৫ ফাল্গুন ১ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২০	লালশাক	২ মাঘ-৩০ ভাদ্র ১৫ জানুয়ারী- ১৫ সেপ্টেম্বর	১ অগ্রহায়ণ-১৫ ফাল্গুন ১৫ নভেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২১	পালংশাক	৩০ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ জানুয়ারী-৩১ ডিসেম্বর	১৬ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৫ আশ্বিন ৩০ সেপ্টেম্বর
২২	কলমি শাক	১৬ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র- ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
২৩	লাউ	৩০ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৪	মুলা	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৫	ফুলকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৬	বাঁধাকপি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৭	ওলকপি	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৮	শালগম	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
২৯	গাজর	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩০	মটরশুঁটি	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩১	বরবটি	২ মাঘ-৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ চৈত্র-৩০ ভাদ্র ১৪ এপ্রিল-১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক ১৫ নভেম্বর
৩২	লেটুস	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৩	ঢেড়ঁশ (রবি)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৪	বেগুন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৩৫	টমেটো	৩১ শ্রাবণ-১৭ পৌষ ১৫ আগস্ট-৩১ ডিসেম্বর	১৭ আশ্বিন-১৭ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩১ মার্চ	১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
(ঘ) খরিপ সব্জী ঃ				
৩৬	শশা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৩৭	উচ্ছে	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৩৮	পটল	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৩৯	ঢেড়ঁশ (খরিপ)	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪০	মিষ্টি কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪১	চাল কুমড়া	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৪২	করল্লা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৬ মাস
৪৩	কাকরোল	১৭ ফাল্গুন-১৭ চৈত্র ১ মার্চ-৩১ মার্চ	১৬ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ৩১ মে-৩০ জুন	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৪	ঝিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৫	চিচিংগা	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৬	ধুন্দুল	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর

বিঃ দ্র ঃ অঞ্চলভেদে শস্য বপণ/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃ রোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৪৭	পুঁই	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৪৮	ডাটা	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ১ মাস
(ঙ) মসলা ঃ				
৪৯	মরিচ	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
৫০	পেঁয়াজ	১৬ আশ্বিন-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫১	রসুন	১৭ কার্তিক-১৭ পৌষ ১ নভেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৫২	আদা	১৭ কার্তিক-১৫ আষাঢ় ১ নভেম্বর-৩০ জুন	১৮ চৈত্র -১৫ অগ্রহায়ণ ১ এপ্রিল-৩০ নভেম্বর	১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী
৫৩	হলুদ	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩১ এপ্রিল	১৭ অগ্রহায়ণ-১৭ মাঘ ১ ডিসেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৫৪	জিরা	৩ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৫ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩০ মাঘ-২৯ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী-১৪ মার্চ	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
(চ) ফল ঃ				
৫৫	পেঁপে *	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-৩০ কার্তিক ১৫ সেপ্টেম্বর-১৫ নভেম্বর	১৫ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী
৫৬	কলা *	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	৩০ ভাদ্র-১৫ অগ্রহায়ন ১৫ সেপ্টেম্বর-৩০ নভেম্বর	১৬ চৈত্র ৩১ মার্চ
৫৭	আনারস (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ চৈত্র ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	৩১ ভাদ্র-২৯ কার্তিক ১৬ সেপ্টেম্বর-১৪ নভেম্বর(পরের বছর)	১ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে (পরের বছর)
৫৮	আনারস (খরিপ)	২ চৈত্র-৩০ বৈশাখ ১৬ মার্চ-১৪ মে	৩০ ফাল্গুন-৩০ বৈশাখ ১৫ মার্চ-১৪ মে (পরের বছর)	৩০ কার্তিক ১৪ নভেম্বর (পরের বছর)
৫৯	তরমুজ	৩০ আর্শ্বিন-১৮ মাঘ ১৫ অক্টোবর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-১৫ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬০	বাংগী	১৯ মাঘ-১ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী- ১৬ মার্চ	১৮ বৈশাখ-৩১ জ্যৈষ্ঠ ১ মে-১৬ জুন	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
৬১	আম	১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ এপ্রিল-১৫ জুলাই	১ বৈশাখ-৩০ শ্রাবণ ১৫ এপ্রিল-১৫ আগস্ট	৩০ আষাঢ় ১৫ জুলাই
৬২	লিচু	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন	আগস্ট-সেপ্টেম্বর ফসল সংগ্রহের বছর
৬৩	বাউকুল/আপেল কুল	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	মার্চ-এপ্রিল	মার্চ-এপ্রিল (ফসল সংগ্রহের বছর)
(ছ) কন্দল শস্য ঃ				
৬৪	আলু (উফশী)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৬৫	আলু (স্থানীয়)	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৭ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট
৬৬	মিষ্টি আলু	১৭ ভাদ্র-১৭ পৌষ ১ সেপ্টেম্বর-৩১ ডিসেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৬ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট
৬৭	কচু	১৮ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ-১৪ আর্শ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর
৬৮	ওলকচু	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন (পরের বছর)
(জ) তৈল বীজ শস্য ঃ				
৬৯	সরিষা (উফশী)	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৭০	সরিষা (স্থানীয়)	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৭১	চিনাবাদাম (খরিপ-১)	২ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ জানুয়ারী-৩১ মার্চ	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	১৭ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
৭২	চিনাবাদাম (খরিপ-২)	৩১ বৈশাখ-১৫ শ্রাবণ ১৫ মে-৩১ জুলাই	১৬ অগ্রহায়ণ-১৬ ফাল্গুন ১ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল
৭৩	চিনাবাদাম (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ এপ্রিল-৩১ মে	১৫ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৭৪	সূর্যখুখী (খরিপ-১)	১ চৈত্র-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মার্চ-৩১ মে	৩০ আষাঢ়-৩০ ভাদ্র ১৫ জুলাই-১৫ সেপ্টেম্বর	১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী
৭৫	সূর্যমূখী (খরিপ-২)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	৩০ কার্তিক-১ মাঘ ১৫ নভেম্বর-১৫ জানুয়ারী	৩১ বৈশাখ ১০ মে
৭৬	সূর্যমূখী (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১৯ মাঘ-১৭ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-৩১ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৭৭	তিল (খরিপ)	১৯ মাঘ-৩০ চৈত্র ১ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ আষাঢ় ১ জুন-৩০ জুন	১৫ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর
৭৮	তিল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১৫ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১৮ পৌষ-১ চৈত্র ১ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৭৯	গর্জন তিল/গুজি তিল	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮০	কুসুম ফুল (সেফ ফ্লাউয়ার)	১৬ আশ্বিন-৩০ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৪ ডিসেম্বর	২ মাঘ-১ চৈত্র ১৫ জানুয়ারী-১৫ মার্চ	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮১	সয়াবিন (খরিপ)	৩০ আষাঢ়-১৪ আশ্বিন ১৫ জুলাই-৩০ সেপ্টেম্বর	১৬ কার্তিক-১৭ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুযারী	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৮২	সয়াবিন (রবি)	১৭ কার্তিক-১৮ মাঘ ১ নভেম্বর-৩১ জানুয়ারী	১৭ ফাল্গুন-১৬ জ্যৈষ্ঠ ১ মার্চ-৩১ মে	১৫ কার্তিক ৩১ অক্টোবর
(ঝ) ডাল শস্য ঃ				
৮৩	মুগডাল (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২৯ বৈশাখ-১৬ আষাঢ় ১৩ মে-১ জুলাই	১৫ আশ্বিন ১ অক্টোবর
৮৪	মুগডাল (খরিপ)	১৬ শ্রাবণ-১৪ আশ্বিন ১ আগস্ট-৩০ সেপ্টেম্বর	২৯ আশ্বিন-১৬ পৌষ ১৫ অক্টোবর-৩১ ডিসেম্বর	১৬ ফাল্গুন ১ মার্চ
৮৫	মুগডাল (রবি)	১৬ আশ্বিন-১ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-১৫ নভেম্বর	১ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ১৫ ডিসেম্বর-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৬ শ্রাবণ ১ আগস্ট
৮৬	মাসকলাই (গ্রীষ্মকালীন)	১৭ ফাল্গুন-১ বৈশাখ ১ মার্চ-১৫ এপ্রিল	২ জ্যৈষ্ঠ-৩০ আষাঢ় ১৭ মে-১৫ জুলাই	১৫ শ্রাবণ ১ আগস্ট
৮৭	মাসকলাই (খরিপ)	৩১ বৈশাখ-৩০ আষাঢ় ১৫ মে-১৪ জুলাই	৩০ শ্রাবণ-২৯ আশ্বিন ১৫ আগস্ট-১৫ অক্টোবর	১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী
৮৮	মাসকলাই (রবি)	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২৪ পৌষ-১৬ ফাল্গুন ৭ জানুয়ারী-২৮ ফেব্রুয়ারী	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৮৯	ছোলা	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ আষাঢ় ৩০ জুন
৯০	অড়হর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯১	মসুরী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৪ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
৯২	খেসারী	১৬ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	২ মাঘ- ৩০ ফাল্গুন ১৫ জানুয়ারী-১৪ মার্চ	৩০ বৈশাখ ১৪ মে
৯৩	মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
৯৪	গো-মটর	৩০ আশ্বিন-১৬ অগ্রহায়ণ ১৫ অক্টোবর-৩০ নভেম্বর	১ চৈত্র-১৬ বৈশাখ ১৫ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই
(ঞ) দানা শস্য ঃ				
৯৫	ভুট্টা (খরিপ)	১৭ ফাল্গুন-১৬ বৈশাখ ১ মার্চ-৩০ এপ্রিল	১৭ জ্যৈষ্ঠ-১৫ শ্রাবণ ১ জুন-৩১ জুলাই	১৬ ভাদ্র ৩১ আগস্ট
৯৬	ভুট্টা (রবি)	১৬ আশ্বিন-৩০ কার্তিক ১ অক্টোবর-১৪ নভেম্বর	২ ফাল্গুন-৩০ চৈত্র ১৪ ফেব্রুয়ারী-১৩ এপ্রিল	৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ জুন
৯৭	সবুজ সার (ধৈঞ্চা/ছনপট)	এপ্রিল-মে	জুলাই-আগস্ট	৩১ ডিসেম্বর

বিঃ দ্র ঃ অঞ্চলভেদে শস্য বপণ/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃ রোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	উৎপাদন মৌসুম		ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা
		ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন/সংগ্রহ কাল	
১	২	৩	৪	৫
অন্যান্য ফসলঃ				
৯৮	আগর	মে-জুন	রোপনের ১৫-২০ বছর পর এবং আগর গাছ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে পরিপক্ক হলে সারা বছরই গাছ কর্তন করা যায়।	গাছ কর্তনের শুরু থেকেই
৯৯	পেঁয়াজ বীজ	অক্টোবর-নভেম্বর	মার্চ-এপ্রিল	ফসল সংগ্রহ শুরু থেকে পরবর্তী ৩ মাস
১০০	কমলা লেবু	এপ্রিল-মে	নতুন বাগানের ক্ষেত্রে ৪-৫ বছর পর ডিসেম্বর মাস ও পুরাতন বাগানের ক্ষেত্রে ঐ বছরের ডিসেম্বর মাস।	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
১০১	স্ট্রবেরী	অক্টোবর-নভেম্বর	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	ফসল সংগ্রহের মাস থেকেই
১০২	মৌচাষ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	শীত মৌসুমে ১৫ ফেব্রুয়ারী বসন্ত মৌসুমে ১৫ জুন	মধু সংগ্রহের মাস থেকেই
১০৩	পামওয়েল	জুন-জুলাই	রোপনের ৫-৭ বছর পর	ফসল সংগ্রহের পর
১০৪	মাসরুম বীজ উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১০৫	মাসরুম উৎপাদন	সারা বছর	সারা বছর	ফসল সংগ্রহের পর থেকেই
১০৬	জারবেরা ফুল	সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর	ডিসেম্বর-নভেম্বর	মে-জুন
১০৭	গোলাপ	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	মে-জুন
১০৮	গ্লাডিওলাস	সেপ্টেম্বর-জানুয়ারী	জানুয়ারী-ডিসেম্বর	মে-জুন
১০৯	রজনীগন্ধা	অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী	ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মে-জুন
১১০	গাঁদা - রবি - খরিপ	অক্টোবর-ডিসেম্বর মে-জুন	জানুয়ারী-জুন মে-ডিসেম্বর	মার্চ-এপ্রিল আগস্ট-সেপ্টেম্বর

১। মাশরুম বীজ (Spawn) উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	স্পন (Spawn) প্যাকেট উৎপাদন খরচ প্রতি মাসে ২৫০০০ প্যাকেট							মোট টাকার পরিমাণ
		অটোক্লেভ (৩টি)	ক্লিন বেঞ্চ (১টি)	এয়ার কন্ডিশনার (৩টি)	র‍্যাক (২০টি লোহার তৈরী)	রানিং কস্ট (কাঠের গুড়া, গমের ভুষি ইত্যাদি)	শ্রমিক (৬জন)	বিদ্যুৎ সংযোগ ও অন্যান্য খরচ	
১	মাশরুম বীজ	১৫০০০০	১০০০০০	১৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	৩০০০০	৭০০০০	৯০০০০০

মাশরুম বীজ উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং (৩০০০ বঃ ফুট) থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানো ও কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য অন্তত ৩০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- ল্যাবরেটরি বিল্ডিং ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়া চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

২। মাশরুম উৎপাদন খরচের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	ফসল	প্রতি মাসে ৫০০ কেজি মাশরুম উৎপাদন			মোট টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
		র‍্যাক (২০টি)	রানিং কস্ট (প্যাকেটের মূল্য ইত্যাদি)	শ্রমিক (৩জন)		
১	মাশরুম	২০০০০০	৬০০০০	১৫০০০	২৭৫০০০	রানিং কস্টের সুবিধা পরবর্তী মাসেও বলবৎ থাকবে

মাশরুম উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ঃ

- চাষঘর (৩০০০ বঃফুট) থাকতে হবে।
- চাষঘর ছাড়াও মালামাল উঠানো নামানোর জন্য অন্তত ১০০০ বর্গফুট ফাঁকা জায়গা থাকতে হবে।
- চাষঘর ও ফাঁকা জায়গা নিজস্ব না হলে অন্তত ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদী ভাড়ার চুক্তি থাকতে হবে।
- মোটর যানে যাতায়াতের সুবিধা থাকতে হবে।
- বিদ্যুৎ সংযোগ থাকতে হবে।
- জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র অথবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।

ঋণ প্রদান ও পরিশোধের স্বাভাবিক সময়সীমা ঃ সারা বছর।

বিঃ দ্র ঃ অঞ্চলভেদে শস্য বপণ/রোপনের আদর্শ সময়কালের তারতম্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য বপণ/রোপন বিলম্বিত হলে বা পুনঃ রোপনের প্রয়োজন হলে তার জন্য যৌক্তিক সময় পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা যাবে।

ফসল উৎপাদনের ঋণ নিয়মাচার ঃ ১৪১৮-১৯ বাং/২০১১-১২ইং

শ্রেণী বিন্যাস/মিশ্র ফসল/সাথী ফসল/রিলে চাষ ভিত্তিক বাৎসরিক উৎপাদন পরিকলপনা

ফসল (একর প্রতি)

ঋণের পরিমাণ টাকায় (একর প্রতি)

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
১	আলু-বোনা আউশ	-	আলু ৫৮৮০০	বোনা আমন ১১৬৫০	৭০৪৫০	২০০%
২	রোপা আমন (স্থানীয়) আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	আলু ৫৮৮০০	সবুজ সার ২৭০০	৭৪৫০০	৩০০%
৩	আলু-কচু	-	আলু ৫৮৮০০	কচু ১৪৭০০	৭৩৫০০	২০০%
৪	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-মুগ	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সূর্যমূখী ১৪০০০	মুগ ১০৬০০	৪৫১০০	৩০০%
৫	রোপা আমন (উফশী) সূর্যমূখী-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সূর্যমূখী ১৪০০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৭২০০	৩০০%
৬	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সরিষা ১৪৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৭৬০০	৩০০%
৭	তুলা-ছোলা	তুলা ১৯০০০	ছোলা ১১২০০	-	৩০২০০	২০০%
৮	মাসকলাই-মুগ বোনা আউশ	মাসকলাই ১০০০০	মুগ ১০৬০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৩২২৫০	৩০০%
৯	সরিষা-বোনা আউশ	-	সরিষা ১৪৪০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	২৬০৫০	২০০%
১০	মাসকলাই-সরিষা+মসুর-বোনা আউশ	মাসকলাই ১০০০০	সরিষা+মসুর ১৪৪০০+১২০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৩৭২৫০	৩০০%
১১	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-বোরো (উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	সরিষা ১৪৪০০	বোরো (উফশী) ২৮৬০০	৫৬০০০	৩০০%
১২	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-সবুজ সার	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	সরিষা ১৪৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩০১০০	৩০০%
১৩	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১১৭০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	২৩৩৫০	২০০%
১৪	মিষ্টি আলু-কাউন	-	মিষ্টি আলু ১৫৪০০	কাউন ৯১৫০	২৪৫৫০	২০০%
১৫	রোপা আমন (উফশী) আলু-ভুট্টা (খরিপ-১)	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	আলু ৫৮৮০০	ভুট্টা ১৮৩০০	৯৭৬০০	৩০০%
১৬	সরিষা-বোনা আউশ+বোনা আমন	-	সরিষা ১৪৪০০	বোনা আউশ+বোনা আমন ১১৬৫০+৪০০	২৬৪৫০	৩০০%
১৭	রোপা আমন (উফশী) সরিষা-বোনা আউশ	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সরিষা ১৪৪০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৪৬৫৫০	৩০০%
১৮	রোপা আমন (স্থানীয়) সরিষা-রোপা আউশ(উফশী)	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	সরিষা ১৪৪০০	রোপা আউশ (উফশী) ১৭৭০০	৪৫১০০	৩০০%
১৯	মুলা+আলু-পাট	-	মুলা+আলু (উফশী) ১৮০+৫৮৮০০	পাট ১৫৩৮০	৭৪৩৬০	৩০০%
২০	বোনা আমন-আলু (উফশী) -তিল	বোনা আমন ১২১০০	আলু (উফশী) ৫৮৮০০	তিল ১১০০০	৮১৯০০	৩০০%
২১	রোপা আমন (উফশী) আলু(উফশী)-বোনা আউশ	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	আলু (উফশী) ৫৮৮০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৯০৯৫০	৩০০%
২২	সরিষা-পাট	-	সরিষা(উফশী) ১৪৪০০	পাট ১৫৩৮০	২৯৭৮০	২০০%
২৩	আলু-পাট	-	আলু (উফশী) ৫৮৮০০	পাট ১৫৩৮০	৭৪১৮০	২০০%
২৪	রোপা আমন (উফশী) আলু (স্থানীয়) বোরো (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	আলু (স্থানীয়) ৩৬২০০	বোরো (উফশী) ২৮৬০০	৮৫৩০০	৩০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
২৫	মসুর-পাট	-	মসুর ১১৩০০	পাট ১৫৩৮০	২৬৬৮০	২০০%
২৬	মসুর+সরিষা-পাট	-	মসুর+সরিষা ১১৩০০+৩০০	পাট ১৫৩৮০	২৬৯৮০	৩০০%
২৭	মুগ-মসুর-পাট	মুগ ১০৬০০	মসুর ১১৩০০	পাট ১৫৩৮০	৩৭২৮০	৩০০%
২৮	রোপা আমন (স্থানীয়) মসুর-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	মসুর ১১৩০০	পাট ১৫৩৮০	৩৯৬৮০	৩০০%
২৯	মুলা+মসুর-পাট	-	মুলা+মসুর ১৪৯৮০+১২০০	পাট ১৫৩৮০	৩১৫৬০	৩০০%
৩০	বোনা আমন সরিষা-বোনা আউশ	বোনা আমন ১২১০০	সরিষা ১৪৪০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৩৮১৫০	৩০০%
৩১	তিল-বোনা আউশ	-	তিল ১১৭০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	২৭০৮০	২০০%
৩২	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-পাট	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সয়াবিন ১৪৬০০	পাট ১৫৩৮০	৫০৪৫০	৩০০%
৩৩	সরিষা-বোনা আউশ+ বোনা আমন	-	সরিষা ১৪৪০০	বোনা আউশ+বোনা আমন ১১৬৫০+৪০০	২৬৪৫০	৩০০%
৩৪	মুগ-গম-পাট	মুগ ১০৬০০	গম ২০৪৫০	পাট ১৫৩৮০	৪৬৪৩০	৩০০%
৩৫	মাসকলাই- মসুর-বোনা আউশ	মাসকলাই ১০০০০	মসুর ১১৩০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	৩২৯৫০	৩০০%
৩৬	রোপা আমন (স্থানীয়) ছোলা-পাট	রোপা আমন (স্থানীয়) ১৩০০০	ছোলা ১১২০০	পাট ১৫৩৮০	৩৯৫৮০	৩০০%
৩৭	চিনাবাদাম- বোনা আউশ	-	চিনাবাদাম ১৪৬০০	বোনা আউশ ১১৬৫০	২৬২৫০	২০০%
৩৮	রোপা আমন (উফশী) মিষ্টি আলু-সবুজ সার	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	মিষ্টি আলু ১৫৪০০	সবুজ সার ২৭০০	৩৮৬০০	৩০০%
৩৯	রোপা আমন (উফশী) সয়াবিন-ডিবলিং আউশ	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	সয়াবিন ১৪৬০০	ডিবলিং আউশ ১১৬৫০	৪৬৭৫০	৩০০%
৪০	রোপা আমন (উফশী)- মিষ্টি আলু	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	মিষ্টি আলু ১৫৪০০	--	৩৫৯০০	২০০%
মিশ্র ফসল ঃ						
৪১	মসুর+সরিষা	-	মসুর+সরিষা ১১৩০০+৩০০	-	১১৬০০	২০০%
৪২	আখ+ আলু	-	আখ+আলু ৩৫৮০০+৩৬২০০	-	৭২০০০	২০০%
৪৩	আখ+সরিষা	-	আখ+সরিষা ৩৫৮০০+৩০০	-	৩৬১০০	২০০%
৪৪	আখ+মসুর	-	আখ+মসুর ৩৫৮০০+১২০০	-	৩৭০০০	২০০%
৪৫	আখ+ছোলা	-	আখ+ছোলা ৩৫৮০০+১১২০০	-	৪৭০০০	২০০%
৪৬	আখ+সয়াবিন	-	আখ+সয়াবিন ৩৫৮০০+৯০০	-	৩৬৭০০	২০০%
৪৭	আখ+চিনাবাদাম	-	আখ+চিনাবাদাম ৩৫৮০০+১৫০০	-	৩৭৩০০	২০০%

ক্রঃ নং	ফসল বিন্যাস	খরিপ-২	রবি	খরিপ-১	মোট	ফসলের নিবিড়তা
রিলে চাষ ঃ						
৪৮	রোপা আমন+সরিষা	রোপা আমন ১৩০০০	সরিষা ৩০০	-	১৩৩০০	২০০%
৪৯	রোপা আমন+খেসারী	রোপা আমন ১৩০০০	খেসারী ৮০০	-	১৩৮০০	২০০%
৫০	রোপা আমন+মসুর	রোপা আমন ১৩০০০	মসুর ১২০০	-	১৪২০০	২০০%
অন্যান্য ফসল						
৫১	পেঁয়াজ বীজ-মুগ রোপা আমন (উফশী)	রোপা আমন (উফশী) ২০৫০০	পেঁয়াজবীজ ৫৭২০০	মুগ ১০৬০০	৯৮৩০০	৩০০%
৫২	স্ট্রবেরী-ঢেঁড়স পুঁইশাক	পুঁইশাক ১২৮০০	স্ট্রবেরী ২৩৫৫০০	ঢেঁড়স ১২৩৬০	২৬৮৩৬০	৩০০%
৫৩	কমলা লেবু-০-০	কমলালেবু ৪১০০০	--	--	৪১০০০	১০০%
৫৪	আগর-০-০	আগর ৬৫৬০০	--	--	৬৫৬০০	১০০%
৫৫	মৌচাষ	--	মৌচাষ ১৮২০০০	--	১৮২০০০	১০০%
৫৬	পামওয়েল	পামওয়েল ৪০৯০০	--	--	৪০৯০০	১০০%
ফুল চাষঃ						
৫৭	জারবেরা ফুল	--	জারবেরা ফুল ১৭৯৭৬৩০	--	১৭৯৭৬৩০	১০০%
৫৮	গোলাপ ফুল	--	গোলাপ ফুল ৪০৮০২০	--	৪০৮০২০	১০০%
৫৯	গ্লাডিওলাস ফুল	--	গ্লাডিওলাস ফুল ৩৩৭৫৩০	--	৩৩৭৫৩০	১০০%
৬০	রজনীগন্ধা ফুল	--	রজনীগন্ধা ফুল ৯২৮৮৫	--	৯২৮৮৫	১০০%
৬১	গাঁদা ফুল	--	গাঁদা ফুল ১১৮৩৪০	--	১১৮৩৪০	১০০%
৬২	মাশরুম বীজ উৎপাদন	মাশরুম বীজ উৎপাদন ৯০০০০০	--	--	৯০০০০০	১০০%
৬৩	মাশরুম উৎপাদন	মাশরুম উৎপাদন ২৭৫০০০	--	--	২৭৫০০০	১০০%